পবিত্র হজে শিশুদের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন নির্দেশনা সৌদির

সারে-জমিন

চন্দ্রকোণায় ব্রিজের জরাজীর্ণ অবস্থা, ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত

রূপসী বাংলা

দিল্লিতে 'হাত' ধরলে 'ঝাড়ু'র বিদায় হতো না

সম্পাদকীয়

জামিন পেতেই পাহাড় নিয়ে হুংকার গুরুংয়ের

সাধারণ

সেঞ্চুরি ও ছক্কায়-ছক্কায় জবাব দিলেন রোহিত শর্মা

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২৭ মাঘ ১৪৩১
১১ শাবান ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 40 ■ Daily APONZONE ■ 10 February 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আজ থেকে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা শুরু

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা। মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, বিভন্ন জেলার মোট ১৫৩টি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮৬টি মেন ভেনু এবং ৬৭ সাব ভেনুতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এবছর জেলায় ৯৪ হাজার ৪৪৮ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দেবে। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এবার ৪১ হাজার ৬৯৫ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসবে। পাশাপাশি ৫২ হাজার ৭৫৩ জন ছাত্রী পরীক্ষা দেবে। গত বছর মোট ৭৮ হাজার ৩১৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিল। অন্যদিকে সোমবার থেকে প্রথম ভাষার পরীক্ষা দিয়ে শুরু হবে হাইমাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষা। প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষা দেবে বলে জানা গিয়েছে। মোট ৪১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পৌনে ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। ফাজিল পরীক্ষা চলবে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আলিম ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চলতি বছর মোট

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫,১১০। এর মধ্যে হাই মাদ্রাসায় ৪৭,৩৭৬, আলিম পরীক্ষায় ১২,৫০৩ এবং ফাজিল পরীক্ষায় ৫,১২৫ জন পরীক্ষার্থী। ২০ জেলা মিলিয়ে ২০৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন বলেন, এডমিট কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশনের আসল কপি নিয়ে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এডমিট কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন এর জেরক্স কপি গ্রহণযোগ্য হবে না। পরীক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন, হিডেন ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, স্মার্ট ওয়াচ এবং কোন ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট সঙ্গে রাখবে না। প্রতিটি পরীক্ষার দিনে এটেনডেন্ট সিটে তারা সচেতনভাবে নিজের ছবির সাথে মিলিয়ে স্বাক্ষর করবে।

কাশিমবাজারে লাথি মেরে কালী মূর্তি ভাঙায় গ্রেফতার তাপস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে মুসলিম জনবহুল জেলা মুর্শিদাবাদ। আর বারে বারে সেখানে ধর্ম অবমাননার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় কার্তিক পুজোর সময় পুজো মণ্ডপে আল্লাহর নামে অবমাননাকর কথা ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। বেলডাঙ্গা কাণ্ডে গ্রেফতারও করা হয় মূল অভিযুক্ত সায়ন হালদার। এই সায়নের পিছনে ইন্ধন জোগানোর অভিযোগ ওঠে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে।
সেই ঘটনার জের কাটতে না কাটতেই বহরমপুরের কাশিমবাজারে কালী ঠাকুরের মন্দিরে কালী ঠাকুরের প্রতিমা ভেঙে দিয়ে ফের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করা হল। সেই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি তৎপর হওয়ার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্দিরের মধ্যে ঢুকে কালী মূর্তি ভাঙার টিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। (যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি আপনজন)। তাতে দেখা যায় মন্দিরের ভিতরে ঢুকে যে যুবকটি কালী ঠাকুরের মূর্তি লাথি মেরে ভাঙছে তার তাপস মন্ডল, ধর্মে হিন্দু। আরও জানা যায় তাপস

মণ্ডল নিজেই প্রতিমা শিল্পী। নিজের প্রতিমা বানালেও নিজেই আবার মূর্তি ভাঙায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সংখ্যালঘুদের দিকে আঙুল তোলার আগেই পুলিশ ময়দানে নেমে তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। সে কেন ওই মন্দিরের প্রতিমা ভাঙল এখনও অজানা। তবে গোপন ক্যামেরায় মূর্তি ভাঙার এই ভিডিও ধরা না পড়লে গল্পটা অন্যরকম হত। সচেতন মানুজন বলছেন, কালী মন্দিরে প্রবেশ করে কালী মূর্তি ভাঙার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে যদি মুসলিম কারও উপস্থিতি থাকত তাহলে তাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি মূলক নানা ঘটনা ঘটতে পারত। বারবার মুর্শিদাবাদ জেলাকে এই ধরনের সম্প্রদায়িক উস্কানির কেন্দ্রবিন্দু কেন করা হচ্ছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। যারা মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছেন বা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে লুটপাট চালানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া এটাই এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছে জেলা প্রশাসন। অন্য কোন চক্রান্ত এই মূর্তি ভাঙার পেছনে আছে কিনা তা খতিয়ে দিচ্ছে প্রশাসন। যদিও বিভিন্ন মহলের দাবি অভিযুক্ত তাপস মন্ডল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। অন্যদিকে এ ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মাঝেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রাক্তন সংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, এটি একটি জঘন্যতম ঘটনা। ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আবার কেউ কেউ সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ারও চেষ্টা করছে। সবাইকে বলব একটা অপরাধ হয়েছে, তাকে কোনভাবে যেতে সাম্প্রদায়িক রুপ দেওয়া না হয়। অন্যদিকে এ ঘটনা নিয়ে বহরমপুর পৌরসভার পৌরসভার পৌর পিতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, এলাকায় ঘটনাকে ঘিরে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও মিটমাট হয়ে যায়। পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাপস মন্ডলকে, আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার দেবে। সব জায়গায় রাজনীতিকরণ ঠিক নয়।

অনাস্থার আশঙ্কায় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের ইস্তফা

আপনজন ডেস্ক: পদত্যাগ করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। রবিবার রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। সোমবার রাজ্যের বিধানসভায় সম্ভাব্য অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি হওয়ার আগেই এ সিদ্ধান্ত নিলেন বিজেপির এই নেতা। বিজেপির বিধায়কেরাই অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল।
রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল বীরেন সিংকে। মন্ত্রীর বাসভবনে দুই নেতার মধ্যে মিনিট পনেরোর একটি বৈঠক হয়। বীরেনের সঙ্গে বিজেপি এবং নাগা পিপলস ফ্রন্টের (এনপিএফ) ১৪ জন বিধায়ক ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন বীরেন সিং। সে কারণেই ১৪ জনের বেশি বিধায়ককে অমিত শাহর বাসভবনে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি। বৈঠক থেকে বেরিয়ে বীরেন সাংবাদিকদের জানান, তিনি মণিপুরে ফিরে পদত্যাগ করবেন।রবিবার বিকেলে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে ফেরার পর রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন বীরেন সিং। সে সময় তাঁর সঙ্গে মণিপুরে বিজেপির দায়িত্বে থাকা ওডিশার নেতা সম্বিত পাত্র এবং বিজেপির রাজ্য

সভাপতি এ শারদা দেবী ছিলেন। পদত্যাগপত্রে বীরেন সিং লিখেছেন, তিনি প্রত্যেক মণিপুরির স্বার্থ রক্ষার জন্য সময়মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন। উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে বীরেন তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, মণিপুরের হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সভ্যতার ইতিহাস রয়েছে। সীমান্তে অনুপ্রবেশ দমন ও অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের জন্য নীতি প্রণয়ন দরকার। একই সঙ্গে মাদক চোরাচালান ও মাদক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এর আগে শনিবার নিজ সচিবালয়ে শাসক জোটের বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন বীরেন সিং। বিধানসভা অধিবেশন ও সম্ভাব্য অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। তখন তিনি বুঝে যান, তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার

ক্যাথ ল্যাব

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

আল-আমীন মিশন
স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে
Al-Ameen Mission 39 Years In service to the society

সকল
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের
জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা
তোমাদের সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করি।
সকলের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
NEET (মেডিকেল) এবং JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষ কোচিংসহ

Online- এ ফর্ম পূরণ চলছে।
ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
Scan QR

website: www.alameenmission.org

প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২৫

NEET (UG) 2024 — সাফল্য: এক নজরে ২০২৪

Marks 680 & above 49 | Marks 650 & above 200 | Marks 630 & above 379 | Marks 600 & above 711

মাধ্যমিক বা সমতুল্য

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১৪১৩	৩৫৭	৯৯৮	১২৮২
ছাত্রী	৭৫৩	১১৬	৪২৩	৬১৩
সর্বমোট	২১৬৬	৪৭৩	১৪২১	১৮৯৫

উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমতুল্য

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১২৪৮	২১৩	৯২৮	১১৯৭
ছাত্রী	৯১৬	১৪৪	৬৩৫	৮৮৯
সর্বমোট	২১৬৪	৩৫৭	১৫৬৩	২০৮৬

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া | সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৭৪৭৯০ ২০০৭৯

প্রথম নজর

বন্ধ সিনেমা হলে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: মল্লারপুরে বন্ধ হয়ে থাকা এক সিনেমা হলে আগুন লেগে যাওয়ার চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মল্লারপুরের বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে কিভাবেই বা এই অগ্নিসংযোগ হল বা কিভাবে ক্ষণিকের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ। জানাযায় বেশ কয়েক বছর থেকে মল্লারপুরের বুকে বন্ধ হয়েছিল এই সিনেমা হলটি আর বন্ধ সিনেমা হলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সিনেমা হলের কাঠের চেয়ার বেঞ্চ, আর তাতেই আগুন লেগে ক্ষণিকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা সিনেমা হলে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসে মল্লারপুরের বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রবিবার আনুমানিক পৌনে একটা নাগাদ এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন।

ভাঙড়ে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চলল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: আবার ভাঙড়ে চললো গুলি। আবার উত্তপ্ত ভাঙড়।শনিবার গভীর রাতে এক সবজি ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চললো গুলি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশিপুর থানা এলাকায়। গুলি বিদ্ধ ঐ ব্যবসায়ীকে আর জি কর মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।আর এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর নাম চিত্ত ঘোষ। তিনি ভগবানপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। শনিবার রাতে গাবতলা বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিলেন।সেই সময় উত্তর কাশিপুর থানার বেলেদানা এলাকায় তাঁর উপর হামলা চালায় তিন দুষ্কৃতী। তাঁর ডান হাতে গুলি লেগেছে বলে খবর। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে রবিবারও ভর্তি আছেন ঐ ব্যক্তি। তার কাছে থাকা ১৬ হাজার টাকা লুট করে একটি সাদা স্কুটি করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

ইউপিএসসিতে দেশে প্রথম স্থান অধিকার শিলিগুড়ির ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও-সায়েন্টিস্ট এক্সাম-২০২৪ -এ সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে শহরের মুখ উজ্জ্বল করল শিলিগুড়ির ছেলে জয়দীপ রায়। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো কঠিনতম পরীক্ষায় এত বড় সাফল্য অর্জন করায় গর্বিত গোটা শহর। তাকে সংবর্ধিত করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তার হাতে একটি মোমেন্টো তুলে দেন মেয়র। শিলিগুড়ি ৪২ নাম্বার ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়দীপ শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল থেকে তার পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। এরপর মুম্বাই আইআইটি থেকে পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। তারপরেই ইউপিএসসি পরীক্ষা দেন, আর তাতেই বাজিমাত। আর কিছুদিন পরেই তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক হিসেবে যোগদান করতে চলেছেন। শিলিগুড়ির মেয়র জানান, তার এই জয় মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে রাজ্য তথা দেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বড় ছাপ রাখতে পারবে। তার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা উত্তরবঙ্গ। একই সঙ্গে গর্বিত বঙ্গের মাটিও। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি শহর আনন্দে টগবগ করে ফুটছে জয়দীপ রায়ের এই স্বীকৃতিতে।

চন্দ্রকোণায় ব্রিজের জরাজীর্ণ অবস্থা, ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চন্দ্রকোনা

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভৈরবী নদীর উপর ব্রিজের বেহাল অবস্থা। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া থেকে মুমূর্ষ রোগীদের। এলাকাবাসীদের দাবি দীর্ঘদিন প্রশাসনে জানিয়ে কোন সুরাহা মেলেনি।নিত্যযাত্রীরা ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে চরম সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। ভগবন্তপুর থেকে কামারখালী যাওয়ার মাঝে ভৈরবী নদীর উপর ব্রিজের উপর বড় গর্ত দেখা দিয়েছে যে কোন মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ব্রিজের এক প্রান্তে ভগবন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ভগবন্তপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র অপর প্রান্তে কামারখালী, ধান্যঘোরী, হুড়হুড়িয়া, রশিয়াড়ি গ্রামের বসবাস। এই রাস্তাটি দিয়ে সহজেই গড়বেতা যাওয়া যায় ।
তাই প্রতিদিন প্রচুর মানুষের যাতায়াতের এই ব্রিজের উপর দিয়ে। এক কথায় দিন গুনছেন নিত্যযাত্রী থেকে এলাকাবাসী কবে ব্রিজের সংস্কার হবে। ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দয়াল লোহার জানান "কাজটি বড় কাজ পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয় তাই ঊর্ধ্বতন ও কর্তৃপক্ষকে জানাবো যত দ্রুততার সাথে কাজটি সম্পন্ন করা যায়"। এই সেতু দিয়ে পথ চলতে গিয়ে অনেকেই পড়ে গিয়ে আঘাত পাচ্ছেন। অতি দ্রুত এই সেতু মেরামতি করে অথবা নতুন সেতু তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা দক্ষিণ বারাসতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রোটারি ক্লাব অফ দক্ষিন বারাশতের সহায়তায় দক্ষিন বারাশত আই ফাউন্ডেশন দক্ষিন বারাশত, জয়নগর, গোচরণ সহ একাধিক এলাকায় চোখের পরীক্ষা, চশমার ব্যবস্থা রেখেছে।রবিবার দক্ষিণ বারাশত চক্ষু হাসপাতালে সংস্থার জন্মদিন পালন করা হল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর উওর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ,জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা:বাবলু মজুমদার, জয়নগর ১ নং ব্লকের বিশেষ স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: রুপংকর বোস, বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র ও শিশু উদ্যানের সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী কপিল মন্ডল, ডা: এস কে শীল,ডা: সমরেন্দ্র নাথ শর্মা, পিডিজি উত্তম গাঙ্গুলি,রোটারিয়ন পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, অরিন্দম রায় চৌধুরী, চিত্রলেখা ঘোষ,ডা: উওম কুমার নাথ,ডা: অভিজিৎ নাথ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চোলাইয়ের বস্তা উদ্ধার উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার ভোরে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর এলাকায় ভোরে কিছু মানুষ প্রাত:ভ্রমণ সারছিলেন।সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন উলুবেড়িয়ার আবগারি বাহিনী ওই এলাকায়। সেই সময় তীব্র গতিতে একটি মারুতি ভ্যান মদাই-এর দিকে ছুটে আসছে।উলুবেড়িয়ার আবগারি দফতরের আধিকারিক পলাশ বিশ্বাসের নির্দেশে গাড়ির সামনে গার্ডরেল ঠেলে দিয়ে এএসআই পার্থ রায় মুহূর্তে গাড়িটির তার অভিমুখ ঘোরানোর চেষ্টা করে কিন্ত তা না পেরে গাড়ির চালক চম্পট দেয়। ওই গাড়িটির দরজা খুলে দেখা যায় তার মধ্যে থরে থরে সাজানো চোলাইয়ের বস্তা। উদ্ধার হয় প্রায় ৮০০ লিটার চোলাই,যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা।

বাংলা পক্ষ-র মাছ ভাত উৎসব কলকাতার গিরীশ পার্ক, বড়বাজারে

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: মাছ ভাতে বাঙালির চিরাচরিত একটি রীতি রয়েছে।বাঙলা তথা বাঙালি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে বিভিন্ন দিক দিয়ে। পিছিয়ে নেই চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসংস্থান নিয়েও।এই বাংলার ভূমিতে ভূমিপুত্র হওয়ার পরও নানাদিক তারা কোনঠাসা। আক্রান্ত থেকে শুরু করে অসভ্য ভাষায় বাঙালি জাত তুলে গালাগালিও হজম করতে হচ্ছে।ঠিক সেই রকম একটি কঠিন সময়ে চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করছে বাঙলা পক্ষ নামক সংগঠনটি।ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই সংস্থার কর্মীরা। বাঙালির বিবিধ সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ করে বাঙলার ঐতিহ্য অনেকটাই রক্ষা করেছে। কিন্তু রবিবার গিরীশপার্ক ও বড়ো বাজারের কাছে ব্যতিক্রম একটি ভোজনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বাংলা পক্ষ।বড়ো বড়ো রুই ও কাতলা মাছের ছিল এলাহি আয়োজন। সেখানে পাত পেড়ে যথারীতি কব্জি ডুবিয়ে মাছ ভাত খেল বিনি পয়সায় সাধারণ বাঙালি। মাথ ভাত খেকো বাঙালির প্রাচীন পরম্পরা ফিরিয়ে আনার জন্য এই খাদ্য উৎসব করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সংগঠনের কর্ণধার গর্গ চ্যাটার্জী বলেন বাঙালির মাছ ভাত খাওয়া পৌরমাতা মিনাদেবী পুরোহিতের সহ্য হচ্ছে না।তার ভীষণ অসুবিধা ও অস্বস্তি লাগছে!এটা প্রচার হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সংগঠনটি আন্দোলনে নামে। ঠিক করে মাছ ভাতের উৎসব। তাদের বক্তব্য হল এটা বাংলাভূমী।৯০ শতাংশ মানুষ মাছ ভাত খেতে ভালবাসেন।কোন মানুষের অসুবিধা হলে সে তার জন্ম ভূমিতে চলে যাক। আমাদের খাবার আমরা খাব। তিনি আর বলেন বিহার বা উত্তর প্রদেশে গিয়ে বাঙালি কালচারের কথা বললে,তারা আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কেন বের করে দেবে? আমরা কি খাব,কি পড়ব সেটা আমাদের মৌলিক অধিকার। এই বিষয়ে কোন নেতার কথা আমরা শুনব না। বাংলা তথা বাঙালির স্বর্গ রাজ্যে ভূমিপুত্র বাঙালিরা বঞ্চিত হচ্ছে ।

জামিনের পর প্রত্যাবর্তন হাবড়ায়, জ্যোতিপ্রিয়কে ঘিরে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন পাওয়ার পর দীর্ঘ ১৫ মাস পর রবিবার ছুটির দিন প্রথম নিজের বিধানসভা এলাকায় এলেন রাজ্যের পোড় খাওয়া নেতৃত্ব প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । হাবড়ায় জ্যোতিপ্রিয়'র আগমন ঘিরে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সাজো সাজো রব ছিল গোটা হাবড়া চত্বরে।
রবিবার হাজারও কর্মী, সমর্থকের ভিড়ে মিছিলে পা মেলালেও রাজনৈতিক কোনো মন্তব্য করতে চাননি তিনি । শুধুমাত্র বললেন হাবড়ার উন্নয়নের কথায় ।
ইতিমধ্যেই জামিন পাওয়ার পরই জ্যোতিপ্রিয়কে রাজ্যের বিধানসভায় তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খুব দ্রুত তিনি রাজনীতিতেও ফের সক্রিয় হয়ে উঠবেন বলেও মনে করছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা।
এ দিন এলাকার বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে সকাল নটার আগে থেকেই হাবড়া ২ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন যশোর রোডে জমায়েত শুরু হয়েছিল নেতা-কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের । সাড়ে দশটা নাগাদ আসেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধায়ককে কাছে পেয়ে কর্মী সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিচ্ছিল রেশন দুর্নীতি মামলা জ্যোতিপ্রিয়র জনপ্রিয়তা কেড়ে নিতে পারেনি। এরপর প্রায় ১ কিলোমিটার মিছিলে হেঁটে হাবড়া পুরসভায় পৌঁছান বিধায়ক। হাবড়া পুরসভায় বসেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, "হাবড়ার উন্নয়ই এখন আমার কাছে পাখির চোখ। আমরা মিছিল-মিটিং সব করব, কিন্তু সবার আগে উন্নয়ন করতে হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এলাকায় যে উন্নয়ন আমরা শুরু করেছিলাম, সেগুলির কিছু এখনও অসমাপ্ত । সেই কাজ শেষ করা হবে । বিধায়ক তহবিলের বেশিরভাগ টাকা এলাকার স্কুল, কলেজ ও হাবড়া হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে খরচ করা হবে । বাওগাছীতে প্রসূতি মায়েদের জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো চিকিৎসালয় তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে ।"
জানা গিয়েছে, পুরসভায় কাউন্সিলরদের সঙ্গে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকও করেন তিনি। পুরসভা থেকে বেরিয়ে কলতান প্রেক্ষাগৃহ পরিদর্শনের পর ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ড সহ মছলন্দপুর ও কুমড়া পঞ্চায়েত এলাকায় দলীয় কর্মীদের পিকনিকেও যান । তবে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য বা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন জ্যোতিপ্রিয়। আগের তুলনায় অনেক সংযমী দেখিয়েছে বিধায়ককে । দিনভর বিধায়কের সাথে থাকতে দেখা যায় হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা সহ হাবড়া বিধানসভা এলাকার একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের।
জ্যোতিপ্রিয়কে রেশন দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারের পর তিনি প্রায় ১৪ মাস জেল হেফাজতে ছিলেন। ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি বিশেষ ইডি আদালত ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং ২৫ হাজার টাকার দু'টি জামিন বন্ডে শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি আলিপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পান এবং সল্টলেকের বাসভবনে ফিরে আসেন।
গ্রেফতারের প্রায় সাড়ে ৩ মাস পর, ২০২৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জ্যোতিপ্রিয়কে বন দফতর এবং শিল্পোদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ।
এখনও হাবড়ার বিধায়ক পদে রয়েছেন তিনি। এবার বিধায়ক হিসেবেই এলাকার উন্নয়নে জোর দিতে চাইছেন তিনি।

আল আমীনে সংবর্ধনা

আপনজন: উলুবেড়িয়ার আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম যাদব,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, মিসুপারিনটেডেন্ট সেনারুল সেখ প্রমুখ। ছবি: সুরজিৎ

অভয়ার জন্মদিনে পথে নামলেন প্রতিবাদীরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আজ আর.জি.করের অভয়ার জন্মদিন।আর এই অভয়ার জন্মদিন কে স্মরণ করে ফের রাস্তায় নামলেন বাঁকুড়ার প্রতিবাদী নাগরিকবৃন্দ। এদিন অভয়া হত্যাকান্ডে আসল দোষীদের চিহ্নিতকরণ করে শাস্তির দাবিতে ব্যানার পোস্টার হাতে নিয়ে বাঁকুড়া শহরের পথে নামলেন বাঁকুড়ার প্রতিবাদী মানুষজন। এদিন মিছিলে অভয়া হত্যাকাণ্ডের ন্যায্য বিচার চেয়ে স্লোগান তুলতেও দেখা গেল প্রতিবাদী মানুষজনদের। তাদের দাবি মহামান্য আদালত অভয়া হত্যাকান্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে যে রায় দিয়েছে তাকে তারা আদেও সন্তুষ্ট নয়। তাদের দাবি আরো মূল মাথা এই নারকীয় কান্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে তাদের চিহ্নিতকরণ করে শাস্তির ব্যবস্থা যতক্ষন না হচ্ছে তাদের আন্দোলন থামবে না এবং রাজপথও ছাড়বে না।

গাজোলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গাড়ির সুবিধা দিচ্ছে শ্রমিক ইউনিয়ন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সোমবার থেকে বাংলাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ।তার আগে গাজোল ব্লক তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তরফ থেকে গাজোল ব্লকের আইএন টি টি ইউ সি পরিচালিত প্রত্যেকটা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে এই পরীক্ষার কয়েক দিন গাজোল ব্লকের যে সমস্ত স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার হয়েছে সেই সমস্ত সেন্টারে যাওয়ার ও আসার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। তারা যেন ঠিকমতন ঠিক সময় সেন্টারে পৌঁছাতে পারে। তার ব্যবস্থা করার জন্য সমস্ত বাস ম্যাক্সি টেকার অটো সিএনজি অটো টোটো চালকদের বলা হচ্ছে। কোন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও ছাত্রছাত্রীর কাছে বেশি ভাড়া নেবেন না ও বাড়তি ভাড়া চাইবেন না। কোন জায়গায় কোন সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ফোন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে 73844 97843 এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করব। প্রশাসন যেভাবে নির্দেশ দিবে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে আমরা চলবো। যাতে গাজোল ব্লকের মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। গাজোল ব্লকের সমস্ত আই এন টি টি ইউ সি, পরিচালিত পরিবহন চালকগণ ও ইউনিয়নের কর্মকর্তা এই নির্দেশ মেনে চলবেন আশা রাখি।

৭ বছরে দু'হাজারেরও বেশি ভাঙা সংসার জুড়লেন মহিউদ্দীন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির একজন আইনী সহায়ক হিসেবে বিগত সাত বছরে দুই হাজারেরও বেশী ভাঙ্গা সংসার জুড়ে দিয়ে বেশ নজড় কেরেছেন বোলপুরের মহিউদ্দীন আহমেদ।প্রায় হাজার দুয়েক ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর পাশাপাশি নাবালিকা কন্যার বিয়ে বন্ধ করেছেন শ খানেকেরও বেশী। আর বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত হাজার হাজার মানুষকে দিয়েছেন আইনী সহায়তা। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই মহিউদ্দীনকে থানার পুলিশ অফিসার, সমাজকর্মী, বিভিন্ন সংস্থা, রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারন মানুষ সারাদিনে ফোন করে জানান তাদের সমস্যার কথা। বোলপুরের পার্শ্ববর্তী শান্তিনিকেতন থানার লোহাগড় গ্রামে জন্ম মহিউদ্দীনের। বাংলা অর্নাস নিয়ে গ্র্যাজুয়েট করার পর বেশ কয়েক বছর একাধিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় করেছেন সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা করার সময় একদিন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিচিত হন এক জজ সাহেবের সঙ্গে। সেই সূত্র ধরেই যোগ দেন সিউড়ী জেলা আদালতের ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বা জেলা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের সঙ্গে। ২০১৮ সালে তাকে প্রথম বোলপুর ও শান্তিনিকেতন থানায় নিয়োগ করা হয়। সাধারন মানুষকে আইনী সহায়তা, ছোটখাট বিবাদ নিষ্পত্তি, সাধারন মানুষকে আইনী বিষয়ে সচেতনতা করা সহ একাধিক আইনী সহায়তা বিষয়ক কাজ করেন তিনি। লক ডাউনের সময় উকিল বাবুরা যখন কর্মবিরতি পালন করছিলেন তখন বিশেষ আদেশে জেল বন্দী দের হয়ে অনেক কাজ করেন। আদালত যাদের জামিন মঞ্জুর করতো তাদের কাগজপত্র রেডি করে জেল থেকে মুক্ত করার কাজও করেছেন লক ডাউনের সময়। ভিনরাজ্যে আটকে পড়া অনেক পরিযায়ী শ্রমিককে

বীরভূমে ফিরিয়ে আনতে বিষেশ উদ্যোগ নিয়ে তাদের বাড়ী ফিরিয়ে আনেন এই মহিউদ্দীন। মহিউদ্দীনের কাজ কর্ম দেখে একাধিক সংগঠন সম্বর্ধনাও দিয়েছে, আকাশবাণীতে আইনী সহায়তা বিষয়ক বক্তব্য সম্প্রচার হয়েছে, তার কাজের খবর প্রকাশিত হয়েছে একাধিক সংবাদপত্রে। ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির বিচারে পরপর তিনবার জেলা থেকে "সেরা আইনী সহায়ক" হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সম্প্রতী ভিনরাজ্যে আটকে থাকা নির্যাতনের শিকার হওয়া এক কিশোরীকে উদ্ধার করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেন। শান্তিনিকেতনের সমাজকর্মী শিক্ষিকা মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায বলেন, মহিউদ্দীন কাজের ছেলে। অনেক সমস্যা জর্জরিত মহিলাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। সবাই উপকৃত হয়েছেন। শান্তিনিকেতনের সমাজসেবী আমিনুল হুদা বলেন, বোলপুর এলাকার অনেকের অনেক সমস্যা নআমি ওর কাছেই পাঠিয়েছি, অনেকের হেল্প করেছে। বর্তমানে তিনি বোলপুর, শান্তিনিকেতন, ইলামবাজার থানায়, বোলপুর সংশোধনাগারে কাজ করছেন আইনী সহায়তা দেবার বিষয়ে। জেলা পুলিশের একাধিক উচ্চ পদস্থ কর্তা থেকে প্রশাসনের আধিকারিক, আদালতের মহামান্য বিচারকদের সুসম্পর্কও তৈরী হয়েছে তার। সমাজের মানুষকে সচেতন করতে সোস্যাল মিডিয়া ব্যাবহার করে "মহির কলম" নামে ইউ টিউব চ্যানেলও রয়েছে তার। যেখানে সামাজিক সচেতনতা সহ তথ্যমূলক প্রতিবেদন তুলে ধরেন। এই মহিউদ্দীনের কাছ থেকে সমাজের প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া বহু দুঃস্থ গরিব মানুষ উপকৃত হয়েছেন। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, সাইবার ক্রাইম, ইভটিজিং থেকে সুরক্ষা সহ নানা বিষয়ে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারন মানুষকে সচেতন করার শিবিরও করেছেন হাজার খানেক। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক অশান্তি বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে জমি জায়গা সংক্রান্ত সমস্যা সহ মানুষের একাধিক সমস্যার সমাধান করেছেন বহু। আইন বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরাও পাঠ নেন তার কাছে। মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, এই কাজ করতে এসে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাধারন গরিব, লেখাপড়া না জানা মানুষের এখনও আইন আদালত পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে সেরকম ধারনা নেই। অজ্ঞতার বসে নিজেরা অনেকেই ভুল পথে পরিচালিত হয়। আদালতকে ভয় করে, পুলিশকে খারাপ ভাবে।

প্রথম নজর

পবিত্র হজে শিশুদের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন নির্দেশনা সৌদির

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ সালের হজ মৌসুমে শিশুদের সঙ্গী হিসেবে নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সৌদি আরব। দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিবছর তীব্র ভিড়ের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য।
হজযাত্রার সময় শিশুদের সুস্থতা বজায় রাখা এবং যেকোনো ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া এড়াতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।'
এ ছাড়া এবারের হজ মৌসুমে অগ্রাধিকার পাবেন তারা, যারা এর আগে হজ করেননি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের হজ নিবন্ধন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এখন সৌদি নাগরিক ও দেশটিতে বসবাসরতরা জন্য নুসুক অ্যাপ এবং সরকারি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারছেন।
হজযাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই, সঙ্গী যুক্ত করা এবং মাহরাম পরিবর্তনের অনুরোধ অনলাইনে নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
এদিকে এবার হজযাত্রীদের জন্য নতুন কিস্তি সুবিধার ব্যবস্থা করেছে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। দেশটির অভ্যন্তরীণ হজযাত্রীরা এবার তিন কিস্তিতে হজ প্যাকেজের মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। প্রথম কিস্তিতে ২০ শতাংশ অর্থ বুকিংয়ের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে ৪০ শতাংশ করে অর্থ রমজান ২০ ও শাওয়াল ২০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে লন্ডনের সেই গ্রেনফেল টাওয়ার

আপনজন ডেস্ক: ২০১৭ সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লন্ডনের আকাশচুম্বী ভবন গ্রেনফেল টাওয়ার। সেই অগ্নিকাণ্ডে ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটিতে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আর ঘটেনি। গত শুক্রবার ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছে, তারা ভবনটি গুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। লন্ডনের অন্যতম ধনী এলাকা গ্রেনফেলের ২৩ তলা বিশিষ্ট সামাজিক আবাসন ভবনে ২০১৭ সালের ১৪ জুন ভোরে আগুন লাগে। এতে ৭২ জন মারা যান এবং আহত হন আরও কয়েকশত মানুষ। গত বুধবার ব্রিটেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেনার গ্রেনফেল টাওয়ারে নিহত ও আহতদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতিনিধিত্বকারী 'গ্রেনফেল নেক্সট অব কিন' নামের একটি অ্যাডভোকেসি গ্রুপকে নিশ্চিত করেছেন, লন্ডনের গ্রেনফেল টাওয়ার ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে টাওয়ারটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তের কোনও কারণ জানাতে পারেননি রেনার। টাওয়ারটি ভেঙে ফেলার পরিকল্পনায় হতাহতদের কিছু পরিবারের সদস্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাদের দাবি, অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় ফৌজদারি অভিযোগ না আনা পর্যন্ত স্মারক হিসেবে টাওয়ারটি সংরক্ষণ করা হোক। জানা গেছে, বিশাল এই ভবন গুড়িয়ে দিতেও ২ বছর সময় লাগবে। এক বিবৃতিতে সরকার জানায়, 'গ্রেনফেল টাওয়ার খুব সাধধানে ভাঙা হবে।' ১৪ জুন এর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ৮ বছর পূর্তির পর এই ভাঙার কাজ শুরু হবে।

টাইমস অব ইসরাইলের ওয়েবসাইট হ্যাকড, ফিলিস্তিনের পক্ষে বার্তা

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি গণমাধ্যম 'টাইমস অব ইসরাইলে'র ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছে। কে বা কারা এটি হ্যাক করেছে তা এখনো জানা যায়নি। হ্যাকড হওয়ার কিছুক্ষণ পর ফের স্বাভাবিক হয়েছে ওয়েবসাইটটি।
আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাইটটি হ্যাক করে এর মূল পৃষ্ঠায় ফিলিস্তিনের সমর্থনে একটি লেখা দেখানো হয়েছে। সেখানে লেখা ছিল, 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে আপনি ফিলিস্তিনে নিরাপদ? অথবা আপনি কি মনে করেন তারা আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারে?'
এতে আরও লেখা দেখা যায়, 'আমরা সবখানেই আছি, কিন্তু আপনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না।' এরপর লেখা ছিল, '#ফ্রিপ্যালেস্টাইন'।
সবশেষে আরবি অক্ষরে 'আল্লাহু আকবার' লেখা প্রদর্শন করা হয়। জর্ডানভিত্তিক গণমাধ্যমে 'রয়া নিউজ' জানিয়েছে, বেশ কয়েক মিনিট হ্যাকড ছিল ওয়েবসাইটটি। এরপর স্বাভাবিক হয়।
তবে এই হ্যাকিংয়ের ব্যাপারে টাইমস অব ইসরাইলের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।
প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে চালু হয় টাইমস অফ ইসরাইল। ইংরেজি, হিব্রুসহ বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বব্যাপী বেশ পরিচিত গণমাধ্যম এটি। আরবি, ফরাসি এবং ফার্সি ভাষায়ও সংবাদ প্রচার করে গণমাধ্যমটি।

পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনে ফিলিস্তিনিদের আনন্দঅশ্রু, উল্লাস

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর দক্ষিণ গাজা থেকে উত্তরে ফিরছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। তাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে একইসঙ্গে স্বজন হারানোর বেদনা ও নিজ ভূমিতে ফেরার আনন্দ।
হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নের পর গত ২৭ জানুয়ারি থেকে এসব দৃশ্য দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে গাড়ি ও ট্রাকভর্তি মানুষ দেখা গেছে। তারা তাদের গদি, কম্বল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে ফিরে আসছেন নিজ আবাসভূমিতে। তেমনই এক ফিলিস্তিনি হানান জানাইন। তিনি দক্ষিণ গাজা থেকে তার সন্তানদের ফিরে আসার জন্য উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছেন, তার দৃষ্টি ডানে-বামে। তিনি দ্য নিউ আরবের আরবিভাষার সহ-সংস্করণ আল-আরাবি আল-জাদীদকে বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাদের প্রভু যেন তাদের নিরাপদে এবং সুস্থভাবে আমার কাছে ফিরিয়ে আনেন।' উত্তর-পূর্ব গাজার বেইত হানুনে বসবাসকারী হানান আরও বলেন, সৃষ্টিকর্তার কৃপায় রাস্তা খুলে গেছে। এক বছরেরও বেশি সময় পর অবশেষে আমি আমার সন্তানদের দেখতে পাব। আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমরা আমাদের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করব। ততক্ষণ পর্যন্ত, আমরা একটি তাঁবু স্থাপন করে বসবাস করব। কারণ ইসরাইলি বোমা হামলায় আমার বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে।
আরেক ফিলিস্তিনি মুহাম্মদ হালাওয়েহও ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে তার পরিবার ও আত্মীয়দের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে, ভাই এবং আরও অনেক প্রিয়জনদের জন্য অপেক্ষা করছি। গত ১৫ মাস ধরে এত কষ্টের পর অবশেষে তারা ফিরে আসছে এটা একটা বিশাল বিজয়। '
হালাওয়েহও বলেন, 'এই অনুভূতি বর্ণনা করা যাবে না। আল্লাহর শুকরিয়া, যুদ্ধের সময় দখলদারিত্ব আমাদের আলাদা করার পর আমি আমার পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছি। '
তিনি আরও বলেন, 'গাজা উপত্যকায় সমস্ত ধ্বংস সত্ত্বেও, আমরা এটি পুনর্নির্মাণ করব।'
ইসরাইলি সেনাবাহিনী বাধা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে গাজায় ফেরত আসের সুবি আরাফাত। যখন সে পায়ে হেঁটে উত্তর দিকে যাত্রা করে, তখন তার মনে আশা ও আনন্দের এক অনুভূতি জেগে ওঠে। তিনি বলেন, 'এই অনুভূতিগুলো অবর্ণনীয়।'

বাংলাদেশের গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে মাওলানা সাদ অনুসারীদের বিশ্ব ইজতেমা। এ জন্য মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীদের কাছে মাঠ হস্তান্তর করেছে গাজীপুর জেলা প্রশাসন। আজ রোববার দুপুরে ইজতেমা মাঠের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কক্ষে এই হস্তান্তরপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরে নেতানিয়াহুর মন্তব্যে তীব্র নিন্দা সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের সৌদি আরবে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। রোববার তুরস্কের বার্তাসংস্থা আনাদোলু অ্যাজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।
রোববার সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সরকারি বিবৃতিতে এই ধরনের বক্তব্যের 'স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান' পুনর্ব্যক্ত করেছে। একইসাথে জোর দিয়ে বলেছে যে ফিলিস্তিনি জনগণের তাদের ভূমির ওপর অধিকার রয়েছে এবং তারা অনুপ্রবেশকারী বা অভিবাসী নয়। তাই ইচ্ছা হলেই নৃশংস ইসরাইলি দখলদার তাদেরকে সেখান থেকে স্থানান্তর করতে পারে না।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়, চরমপন্থী ও দখলদার মানসিকতার ইসরাইল বোঝে না ফিলিস্তিনের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের কাছে ফিলিস্তিনি ভূমির অর্থ কী এবং জোর দিয়ে বলে যে ইসরাইল মনেই করে না যে ফিলিস্তিনি জনগণ বেঁচে থাকার যোগ্য।
শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে সৌদি আরব জোর দিয়ে বলে, 'ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং যত সময়ই লাগুক না কেন, কেউ তাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিতে পারবে না।'
এর আগে, বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু পরামর্শ দেন যে সৌদি আরবে অনেক জায়গা আছে। তাই তাদের উচিত নিজ ভূমিতে ফিলিস্তিনিদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

মেক্সিকোতে সংঘর্ষের পর বাসে আগুন, নিহত ৪১

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলের তাবাস্কো প্রদেশে বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৪১ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।
রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে একটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ৪১ জন মারা গেছেন বলে তাবাস্কো প্রদেশের সরকার জানিয়েছে।
জানা গেছে, স্থানীয় সময় শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোরে প্রদেশের এসকার্সেগা শহরের কাছে একটি 'ট্রেলার' এর সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। এর ফলে বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গেছে।
বাস অপারেটর ট্যুরস অ্যাকোস্টা জানিয়েছে, গাড়িটিতে ৪৮ জন যাত্রী ছিলেন এবং এটি কানকুন থেকে তাবাস্কো যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বাসটি একটি 'ট্রেলার' এর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।
ট্যুরস অ্যাকোস্টা আরও জানিয়েছে, যা ঘটেছে তার জন্য তারা গভীরভাবে দুঃখিত। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার জন্য তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি গতি সীমার মধ্যেই ভ্রমণ করছিল বলেও জানিয়েছে তারা।
তাবাস্কোর প্রাদেশিক সরকার বলেছে, নিহতদের শনাক্ত করার প্রচেষ্টাসহ উদ্ধার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। সরকারের সেক্রেটারি রামিরো লোপেজ বলেছেন, কর্তৃপক্ষ শনিবার রাতে নিহতদের সংখ্যা এবং তাদের পরিচয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি আপডেট দেবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কৃষি দিয়ে নয়, পর্যটনেই টিকে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা!

আপনজন ডেস্ক: কৃষিতে লোকসানের মুখে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা এখন পর্যটন ও এয়ারবিএনবির দিকে ঝুঁকছেন। তাঁরা নিজেদের খামারে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় ভ্রমণ, খেলাধুলা ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করছেন। দেশটির কৃষি অর্থনীতির অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে কৃষি পর্যটন এখন প্রচুর রোজগারের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।
করোনা মহামারির সময় কৃষি পর্যটনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। শহরবাসীরা শান্ত সময় কাটানোর জন্য খামারগুলোতে ভিড় করতে শুরু করেন। এরপর থেকে এই খাত আরও সম্প্রসারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা খামারে নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা যোগ করছেন, যাতে পর্যটকরা স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাতে পারেন।
উইসকনসিনের কৃষক ব্রিট থম্পসন তাঁর খামারে হাইল্যান্ড গরু, আইসল্যান্ডিক ভেড়ার সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ রেখেছেন। পর্যটকেরা তাঁর খামারে এসে গ্রামীণ জীবন উপভোগ করেন। তিনি বলেন, 'গরু ও ভেড়া বিক্রি করে যা আয় হতো, তার তুলনায় পর্যটন থেকে আয় অনেক বেশি।'
ইলিনয়ের হিপস জায়ান্ট পাম্পকিন ফার্ম শস্য চাষের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য ভুট্টা ক্ষেতের গোলকধাঁধা (কর্ন মেজ), কুমড়া তোলা ও খড়ের গাড়ির চড়ার ব্যবস্থা করেছে।
নর্থ ক্যারোলাইনায় ক্যাথরিন টোপেল তাঁর শূকর খামারে এয়ারবিএনবি কেবিন ও ক্যাম্পসাইট ভাড়া দিয়ে বছরে লক্ষাধিক ডলার আয় করছেন। তিনি বলেন, 'কেবল চাষাবাদ করে পারিবারিক খামার টিকিয়ে রাখা কঠিন। পর্যটন খাত আমাদের রক্ষা করছে।'
কৃষি পর্যটনশিল্প এখন ৪৫০ কোটি ডলারের বাজার। ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, কিছু খামার বছরে ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত আয় করছে।
যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মও কৃষিতে নতুনত্ব আনতে আগ্রহী। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রায়ান পেশ বলেন, 'তরুণরা খামারজীবনকে হতাশাজনক মনে করে না, বরং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখে।'
কৃষকদের মতে, কৃষি পর্যটন শুধু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই দিচ্ছে না, বরং খামারমালিকানাও টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৬মি.

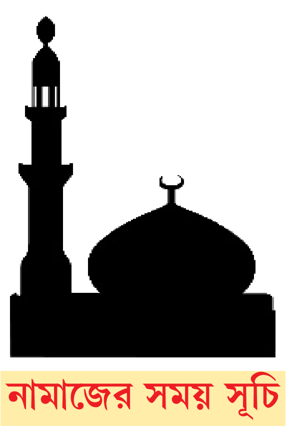

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১১
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৪	
মাগরিব	৫.৩৬	
এশা	৬.৪৬	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ঠাণ্ডার কারণে ইরানের ১০ প্রদেশে স্কুল বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: ইরানে তীব্র শীতের কারণে জ্বালানি সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ রবিবার কমপক্ষে ১০টি প্রদেশের স্কুল এবং অফিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।
গত কয়েকদিন ধরে দেশটির উত্তরাঞ্চলে হিমাঙ্কের নীচে নেমেছে তাপমাত্রা। যার ফলে জ্বালানি খরচ বেড়েছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, রবিবার সকল সরকারি অফিস এবং স্কুল বন্ধ থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য দূরবর্তী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

তিন জিম্মির বিনিময়ে ১৮৩ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস আরো তিন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। ১৫ মাসের গাজা যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে গত মাসে করা যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। বিনিময়ে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েল ১৮৩ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। খবর বিবিসি ও আলজাজিরার।
মুক্তি পাওয়া ইসরায়েলিরা হলেন– এলি শারাবি, ওহাদ বেন আমি ও অর লেভি। তাদের শনিবার সকালে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে তারা ইসরায়েলে তাদের পরিবারের সঙ্গে একত্রিত হন।
অন্যদিকে, ফিরে আসা ফিলিস্তিনিদের নিয়ে পশ্চিম তীরের রামাল্লায় উৎসব চলছে।
তাদের প্রতিনিধিরা বলেছেন যে তাদের সবার 'স্বাস্থ্যসেবা' প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত বা সুনির্দিষ্ট আর কিছু বলা হয়নি।
ইসরায়েল যে ১৮৩ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে, তার মধ্যে ৭০ জন যাবজ্জীবন কিংবা দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছিল। আর ১১১ জনকে গাজা যুদ্ধের সময় আটক করা হয়েছিল। বাকি সাতজনকে তখনো পাঠানো হয়নি। ফিলিস্তিন প্রিজনার্স ক্লাব এএফপিকে জানিয়েছে, মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে সাতজনকে রামাল্লার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা আরো জানিয়েছে,

হোয়াটসঅ্যাপে আপত্তিকর বার্তা দিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রী বরখাস্ত

আপনজন ডেস্ক: হোয়াটসঅ্যাপে আপত্তিকর বার্তা দেওয়ার অভিযোগে যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র মন্ত্রী অ্যান্ড্রু গুয়েনকে (৫০) বরখাস্ত করা হয়েছে। শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ ঘোষণা দেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, অ্যান্ড্রু গুয়েনের বিরুদ্ধে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বর্ণবাদী ও যৌন উত্তেজক বার্তা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন গুয়েন।
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি বার্তায় অ্যান্ড্রু গুয়েন লিখেছেন, তিনি আশা করেছিলেন তাকে ভোট না দেওয়া একজন পেনশনভোগী নারী আগামী নির্বাচনের আগেই মারা যাবেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ইহুদীবিদ্বেষ ও উপপ্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলিনা রায়নারকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
গত রবিবার যুক্তরাজ্যের দ্য মেইল পত্রিকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যান্ড্রু গুয়েনের দেওয়া বার্তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপরই শনিবার তাকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।
এদিকে হোয়াটসঅ্যাপে আপত্তিকর বার্তা দেওয়ার অপরাধে ক্ষমা চেয়েছেন অ্যান্ড্রু গুয়েন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লেখেন, আমি আমার মন্তব্যের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত। আমি যে কোনো অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

চীনে ভূমিধসে নিখোঁজ অন্তত ৩০, চাপা পড়েছে ২০০ গাড়ি

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশে এক ভূমিধসের ঘটনায় ৩০ জনের বেশি নিখোঁজ রয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে প্রদেশটির ইবিন অঞ্চলের জিনপিং গ্রামে ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৩০ জনেরও বেশি নিখোঁজ রয়েছেন। ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি এখনও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়ে গেছে। সিসিটিভি বলেছে, "ভূমিধসে ১০টি বাড়ি চাপা পড়েছে। প্রায় ২০০ জন লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।"
ঘটনাস্থলে থাকা একজন উদ্ধারকারীর বরাত দিয়ে সম্প্রচার মাধ্যমটি জানিয়েছে, ভূমিধস এখনও 'অব্যাহত' আছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন গ্রামবাসী বেইজিং নিউজকে জানান, ভূতত্ত্ববিদরা গত বছর এলাকাটি পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে এখানে পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভূমিধসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নিখোঁজদের সন্ধানে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২৭ মাঘ ১৪৩১, ১১ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

অধিকার কী জিনিস?

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় অধিকারের ধারণাটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে। ব্যক্তির এবং সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য 'অধিকার' বিষয়টি অপরিহার্য; কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকারের ধারণা সকল সময়ে সুস্পষ্ট ও সুসংহত ছিল না। প্রাচীনকালে সমাজব্যবস্থা শ্রেণিকেন্দ্রিক ও বর্ণাশ্রমভিত্তিক থাকায় অধিকারের প্রশ্নটি কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে সাধারণ জনগণের অধিকার প্রায় অস্বীকৃত ছিল। ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) সময় 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী' স্লোগানের মাধ্যমে মানবাধিকারের ধারণা অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। জ্যা জ্যাক রুশো বলিয়াছিলেন, "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন; কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত। আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রেও জন লকের প্রভাব অপরিসীম; তিনি বলিয়াছিলেন, 'জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।'

তবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে অধিকারের সচেতনতা গঠনের প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল ও বেদনাদায়ক। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং শিক্ষার অভাব এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রকৃত অধিকারবোধ জন্মাইতে দেয় নাই। বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পরও প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে স্বৈরতন্ত্র, দুর্নীতি, দমননীতির কারণে জনগণ অধিকার সম্পর্কে অবগত হইবার সুযোগ পায় নাই; কিন্তু যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হয়, তখনই তাহারা অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে এবং প্রতিরোধ গঠনের প্রয়াস গ্রহণ করে।

এখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গায়ে যখন আঁচড় লাগিতেছে, তখন তিনি বা তাহারা অধিকার বিষয়ে নড়িয়া-চড়িয়া বসেন। তাহার মধ্যে প্রতিশোধের জন্য আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, সেইখান হইতে সৃষ্টি হয় প্রতিরোধ। দুঃখজনকভাবে, অরাজক পরিস্থিতিতে যেই খেলা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শুরু হইয়াছে, যাহাদের বয়স এখন পঞ্চাশোর্ধ্ব, তাহারা জীবদ্দশায় এই খেলার সমাপ্তি হয়তো দেখিয়া যাইতে পারিবেন না। ত্রাস সৃষ্টি করিয়া শাসন করিবার যেই মানসিকতা এতদিন, যুগ যুগ ধরিয়া তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দেখিয়াছে, শুনিয়াছে; কিন্তু সেই ত্রাসের আগুন যদি সরাসরি নিজের ঘরে লাগে, তখন মানুষ সচেতন হইয়া উঠে নিজের অধিকারের ব্যাপারে। জ্ঞানী-গুণীরা বলিয়া থাকেন–দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকিয়া যায়, তখন তাহার আর পিছাইবার পথ থাকে না। কিংবা বলা যায়, কাউকে বা কোনো গোষ্ঠীকে যদি ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেওয়ালে ঠেকাইয়া দেওয়া হয়, তখন রুখিয়া দাঁড়ানো ব্যতীত তাহার আর উপায় থাকে না। ইহা সকল কালে সকল সময়, সকল পক্ষের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং যাহারা যখন অন্যকে দেওয়ালে ঠেলিয়া দিতে চাহে, তাহারা মূলত সেই পক্ষকে নিজেদের অধিকারের ব্যাপারেই সচেতন হইতে বাধ্য করে।

অধিকারের প্রশ্ন কেবল আইন ও রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহা এক সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বও বটে; ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রয়াসেই অধিকারের প্রকৃত সুরক্ষা সম্ভব। যাহারা অধিকার রক্ষা করিতে সচেষ্ট, তাহাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করিতে হয়, কারণ ইতিহাস সাক্ষী যে অধিকারের পথ কখনো সহজ ছিল না।

অধিকার কোনো দয়ার দান নহে– ইহা প্রতিটি মানুষের জন্মগত দাবি; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ইহা সাধারণত ভুলিয়াই থাকে। নিজের অধিকার, নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ যুগের পর যুগ ধরিয়া শুনিয়া আসিয়াছে। দশকের পর দশক ধরিয়া অধিকারের জন্য আন্দোলনও করিয়াছে; কিন্তু অধিকার কী? অধিকাংশ মানুষ তাহাই জানে না। একটি রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ও সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, যখন তাহার নাগরিকগণ তাহাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্র তাহা রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নচেৎ, সমাজে প্রতিরোধ সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলিয়াছিলেন, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অসম্মতি জানানো মানে সেই অন্যায়কে সমর্থন করা।' মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের এই কথাটিও সর্বকালে, সকল সমাজে, সকল পক্ষের জন্যই প্রযোজ্য।

•••••••••••••

দিল্লিতে 'হাত' ধরলে 'ঝাড়ু'র বিদায় হতো না

ভারতের দিল্লি বিধানসভার ভোটে ২৭ বছর পর বিজেপি কীভাবে ও কেন জিতল, আম আদমি পার্টির (আপ) এমন সশব্দ পতনই-বা কেন ঘটল, তা নিয়ে নানা তত্ত্বের মধ্যে সহজ পাটিগণিত দেখাচ্ছে, কংগ্রেস ও আপ জোটবদ্ধ হয়ে লড়লে অন্তত ৩৬টি আসন জিতে তারাই সরকার গড়তে পারত। বিজেপির স্বপ্ন থাকত অধরা। লিখেছেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...

ভারতের দিল্লি বিধানসভার ভোটে ২৭ বছর পর বিজেপি কীভাবে ও কেন জিতল, আম আদমি পার্টির (আপ) এমন সশব্দ পতনই-বা কেন ঘটল, তা নিয়ে নানা তত্ত্বের মধ্যে সহজ পাটিগণিত দেখাচ্ছে, কংগ্রেস ও আপ জোটবদ্ধ হয়ে লড়লে অন্তত ৩৬টি আসন জিতে তারাই সরকার গড়তে পারত। বিজেপির স্বপ্ন থাকত অধরা।

রাজনীতির রসায়ণ ও পাটিগণিতে বিস্তর ফারাকের কথা সবার জানা। তবু সত্য এ-ই, লোকসভা ভোটের সময় দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে তড়িঘড়ি যে জোট কংগ্রেস ও আপ করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল, দ্রুত তা ভেঙে না দিয়ে পারস্পরিক অভিযোগ, মনোমালিন্য ও বিবাদ সরিয়ে দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে সম্মানের সঙ্গে সেই জোট ধরে রাখলে বিধানসভা ভোটের ফল বদলে যেতে পারত।

জোর দিয়ে এ কথা বলা যাচ্ছে; কারণ, চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, ৭০ আসনের মধ্যে ১৪টিতে বিজেপির জয়ের ব্যবধান থেকে আম আদমি ও কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ সহজ কথায়, কংগ্রেস ও আপ যৌথভাবে বিজেপি প্রার্থীর তুলনায় ওই ১৪ কেন্দ্রে বেশি ভোট পেয়েছে।

কেন্দ্রগুলো হলো নিউদিল্লি, জংপুরা, গ্রেটার কৈলাস, মালবিয়ানগর, রাজেন্দ্রনগর, টিমারপুর, বাদলি, নাংলোই জাট,

জোর দিয়ে এ কথা বলা যাচ্ছে; কারণ, চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, ৭০ আসনের মধ্যে ১৪টিতে বিজেপির জয়ের ব্যবধান থেকে আম আদমি ও কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ সহজ কথায়, কংগ্রেস ও আপ যৌথভাবে বিজেপি প্রার্থীর তুলনায় ওই ১৪ কেন্দ্রে বেশি ভোট পেয়েছে। কেন্দ্রগুলো হলো নিউদিল্লি, জংপুরা, গ্রেটার কৈলাস, মালবিয়ানগর, রাজেন্দ্রনগর, টিমারপুর, বাদলি, নাংলোই জাট, মাদিপুর, মেহরৌলি, ছত্তরপুর, সঙ্গমবিহার, ত্রিলোকপুরী ও কস্তুরবানগর।

মাদিপুর, মেহরৌলি, ছত্তরপুর, সঙ্গমবিহার, ত্রিলোকপুরী ও কস্তুরবানগর।

নিউদিল্লি কেন্দ্রে ইন্দ্রপতন ঘটেছে আম আদমি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল হেরে যাওয়ায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছিল দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সাহেব সিং ভার্মার পুত্র প্রভেশকে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রভেশের বিরুদ্ধে বহু সময় লোক খ্যাপানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘৃণাভাষণের দায় চেপেছে। ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল তাদের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপকে, যিনি রাজ্য রাজনীতিতে প্রবলভাবে কেজরিওয়ালবিরোধী বলে পরিচিত এবং লোকসভা ভোটে জোটের বিরোধিতায় সরব ছিলেন। ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, কেজরিওয়াল হেরেছেন ৪ হাজার ৯৯ ভোটে, অথচ সন্দীপ পেয়েছেন ৪ হাজার ৫০৪ ভোট। পাটিগণিতের হিসাব দেখাচ্ছে, এই ভোট কেজরিওয়াল পেলে জিতে যেতেন ৪০৫ ভোটে।

একই ছবি জংপুরাতেও। এখানে হেরেছেন আপের সাবেক উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। বিজেপির তারবিন্দর সিং মারোয়ার কাছে তিনি হেরেছেন মাত্র ৬৭৫ ভোটে। অথচ ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের ফরহাদ সুরি পেয়েছেন ৭ হাজার ৩৫০ ভোট। দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাসে হেরেছেন আপের মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। তাঁকে হারিয়েছেন বিজেপির কাউন্সিলর শিখা রায়। শিখা জিতেছেন ৩ হাজার ১৮৮ ভোটে, অথচ কংগ্রেস প্রার্থী গরবিত সিংভি পেয়েছেন ৬ হাজার ৭১১ ভোট। মালভিয়ানগরেও একই ছবি। সেখানে হেরেছেন কেজরিওয়ালের আর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী সোমনাথ ভারতী। বিজেপির প্রার্থীর কাছে তিনি হেরেছেন মাত্র ২ হাজার ১৩১ ভোটে। অথচ ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী জিতেন্দ্র কুমার কোচার পেয়েছেন ৬ হাজার ৭৭০ ভোট। আপ নেতৃত্ব ও বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রাখি বিড়লা দাঁড়িয়েছিলেন মঙ্গলাপুরী কেন্দ্রে। সেখান থেকে পরপর তিনবারের এমএলএ তিনি। বিজেপির কৈলাস গাঙ্গোয়ালের কাছে তিনি ১০ হাজার ৮৯৯ ভোটে হেরে যান। ওই কেন্দ্র তৃতীয় হন কংগ্রেসের জে পি পানোয়ার। তিনি পেয়েছেন ১৭ হাজার ৯৫৮ ভোট। রাজেন্দ্রনগরে আপ প্রার্থী ছিলেন দুর্গেশ পাঠক। বিজেপির উমঙ্গ বাজাজের কাছে তিনি হেরেছেন মাত্র ১ হাজার ২৩১ ভোটে। কংগ্রেসের বিনীত যাদব ওই কেন্দ্রে পেয়েছেন ৪ হাজার ১৫ ভোট। সঙ্গমবিহারে আম আদমির বিধায়ক দীনেশ মোহানিয়া বিজেপির চন্দন চৌধুরীর কাছে হেরেছেন ৩৪৪ ভোটে। সেখানে কংগ্রেসের হরিশ চৌধুরী পান ১৫ হাজার ৮৬৩ ভোট। এই একই ছবি দেখা গেছে বাদলি, ছত্তরপুর, মেহরৌলি, নাংলোই জাট, টিমারপুর ও ত্রিলোকপুরীতে। কস্তুরবানগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী দ্বিতীয় হয়েছেন ১১ হাজার ৪৮ ভোটের ব্যবধানে। আপের ভোট পেলে কংগ্রেস ওই আসনে জিততেও পারত।

এ কথা ঠিক, আড়াই থেকে তিন বছর ধরে উন্নয়ন ও প্রশাসনের দিকে নজর না দিয়ে আপ ক্রমাগত ঝগড়া করে গেছে উপরাজ্যপালের সঙ্গে। এই সময়ে দুর্নীতির কালি লেপে গেছে আপের ভাবমূর্তিতে। আবগারি (মদ) কেলেংকারির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'শিসমহল'। সৎ ও স্বচ্ছ রাজনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা কেজরিওয়াল ও তাঁর দল তত দিনে আর পাঁচটা দলের রূপ ধারণ করেছে। মাত্রা ছাড়া বায়ুদূষণ, পানীয় জলের অভাব, জঞ্জাল সমস্যা ও যমুনা নদীর দূষণের কারণে সাধারণ মানুষের বিরক্তি ঝরেছে এই সময়ে। আপ নেতৃত্বকে সবদিক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত রেখে সেই সুযোগে বিজেপি তার সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করেছে দিল্লিতে। আপের দুর্গ বলে পরিচিত ঝুপ্পি-ঝোপড়ি এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহলে আপেরই মতো দানখয়রাতের প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে আরএসএস লোকসভা ভোটে বিজেপির দিকে সহায়তার হাত সেভাবে বাড়ায়নি, মান অভিমান পর্ব শেষে সেই আরএসএসকে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবার সক্রিয় করে তুলেছে। এসবের মধ্যে সোনায় সোহাগা হয়েছে আপ ও কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান রেষারেষি। লড়াইটা তীব্রভাবে ত্রিমুখী হয়ে ওঠায় বিজেপিও স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে। না ফেলে উপায়ও ছিল না। ১৪ আসন জিতে গেলে ৩৬টি আসন পেয়ে আপ-কংগ্রেসের 'ইন্ডিয়া' জোটই দিল্লিতে ক্ষমতায় আসত। প্রাপ্ত ভোটের হিসাবেও বিজেপি পড়ত অনেক পিছিয়ে। ৭ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে বিজেপি এবার পেয়েছে ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ। সেখানে আপের ভোট ১০ শতাংশ কমে হয়েছে ৪৩ দশমিক ৮। মজার বিষয় এ-ই, জোট থাকলে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের সাড়ে ৬ শতাংশ ভোট যোগ হতো। বিজেপির চেয়ে 'ইন্ডিয়া' তাহলে এগিয়ে থাকত ৫ শতাংশ ভোটে। দিল্লিও অধরা থাকত বিজেপির কাছে। হারের হ্যাটট্রিক এড়াতে পারতেন না নরেন্দ্র মোদি।

সৌ: প্র: আ:

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সেনাসহ নিহত ৩১

আপনজন: ভারতের মধ্যাঞ্চলীয় ছত্তিশগড়ে বন্দুকযুদ্ধে ৩১ মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর দুই কমান্ডো নিহত হয়েছেন। রোববার ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে গভীর জঙ্গলে এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। বিদ্রোহ দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান জোরদারের মধ্যেই এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। ছত্তিশগড়কে মাওবাদী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল মনে করা হয়। কয়েক দশকের এই বিদ্রোহে ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। বিদ্রোহীদের দাবি, প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের জন্য তাঁরা লড়াই করছেন। জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা সুন্দররাজ পি বলেন, ৩১ বিদ্রোহী ও নিরাপত্তা বাহিনীর দুই সদস্য নিহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর আরও দুই সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে। ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য পৌঁছেছেন বলেও জানান তিনি। এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ও গ্রেনেড লঞ্চার উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযানের প্রশংসা করে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, নকশালমুক্ত ভারত অর্জনের পথে এটি বড় সাফল্য। গত বছর তিনি ২০২৬ সালের মধ্যেই মাওবাদী বিদ্রোহ দমন করার বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছিলেন। সরকারি নথি অনুযায়ী, নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গত বছর ২৮৭ বিদ্রোহী নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই ছত্তিশগড়ের। মাওবাদীরা ভূমি ও চাকরি এবং ওই অঞ্চলের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে স্থানীয় বাসিন্দাদের মালিকানা দাবি করে আসছে। ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায়ও নিজেদের অবস্থান তৈরি করে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত এই আন্দোলন শক্তিশালী ছিল এবং তাদের অনেক সদস্য ছিল। 'রেড করিডর' হিসেবে পরিচিত এসব এলাকায় হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করে নয়াদিল্লি। এই সংঘাতে সরকারি বাহিনীর ওপর অনেক প্রাণঘাতী হামলার ঘটনাও ঘটেছে। গত মাসে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে নয়জন ভারতী সেনা নিহত হন।

ইলন মাস্ক যেভাবে বিশ্বের ১ নম্বর সমস্যা হয়ে উঠলেন

সোমদীপ সেন

ইলন মাস্ক এখন শুধু প্রযুক্তি ব্যবসায়ী নন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতেও একটি বিতর্কিত চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর কিছু কর্মকাণ্ড ও মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। যেমন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁর একটি অঙ্গভঙ্গিকে অনেকেই 'নাৎসি সালাম' বলে মনে করেছিলেন।

তিনি মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডিকে 'অপরাধী সংগঠন' আখ্যা দিয়ে এটির 'মৃত্যু' হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়া তিনি নতুন সরকারি বিভাগ ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির (ডজ) প্রধান হিসেবে কঠোর ব্যয় সংকোচনের নীতি অনুসরণ করছেন, যা অনেকের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করা হচ্ছে। তবে মাস্কের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নেই। তিনি কট্টর ডানপন্থী ট্রাম্প ও তাঁর মাগা (মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন) আন্দোলনকে ক্ষমতায় আনতে সহায়তা করেছেন। তিনি এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশেও একই ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া মাস্ক তাঁর 'বিশ্বভ্রমণ' শুরু করেছেন। তিনি চরম ডানপন্থী মতাদর্শ উসকে দিচ্ছেন এবং যুক্তরাজ্যে তাঁর অনুগত উগ্রপন্থী নেতাদের ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করছেন।

গত এক বছরে মাস্ক যুক্তরাজ্যের কট্টর ডানপন্থী ব্যক্তিদের (যেমন টমি রবিনসন ও নাইজেল ফারাজ) বারবার সমর্থন দিয়েছেন।

জানুয়ারির শুরুতে তিনি আবারও 'ফ্রি টমি রবিনসন!' লিখে টুইট করেন এবং রবিনসনের বিতর্কিত তথ্যচিত্র 'সাইলেন্সড্'-এর লিংক শেয়ার করেন। ওই তথ্যচিত্রে রবিনসন ভুলভাবে দাবি করেন, সিরীয় শরণার্থী কিশোর জামাল হিজাজি ইংরেজ স্কুলছাত্রীদের আক্রমণ করেছিল এবং এক সহপাঠীকে ছুরিকাঘাতের হুমকি দিয়েছিল। ২০১৮ সালে ইয়র্কশায়ারের এক স্কুলে জামাল হিজাজিকে মারধরের একটি ভিডিও ভাইরাল হলে টমি রবিনসন একই ধরনের দাবি করেছিলেন। তিনি ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, যা ১০ লাখের বেশি মানুষ দেখেছিল। ফলে হিজাজির পরিবার মৃত্যুর হুমকির মুখে পড়ে। পরবর্তী সময় মার্কিন ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত টমি রবিনসনের বিরুদ্ধে জামাল হিজাজি মানহানির মামলা করেন। সে মামলায় রবিনসন পরাজিত হন। আদালত হিজাজিকে ১ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড (প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার) ক্ষতিপূরণ দিতে এবং ৫ লাখ পাউন্ড (প্রায় ৬ লাখ ২৬ হাজার ডলার) আইনগত খরচ বহন করতে নির্দেশ দেন রবিনসনকে। পাশাপাশি তাঁকে হিজাজির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগগুলো প্রকাশ্যে পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

টমি রবিনসন 'সাইল্যান্সড্' নামের একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে আবারও জামাল হিজাজির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলেন। তিনি এটি লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে দেখান এবং অনলাইনে ছড়িয়ে দেন, যা আদালতের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে। এ জন্য তাঁকে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ইলন মাস্ক এসব উপেক্ষা করে রবিনসনকে সমর্থন করেন। তিনি এ ঘটনাকে ব্যবহার করে প্রচার করতে চান, পশ্চিমা দেশে ব্যাপক অভিবাসন নারীদের জন্য হুমকি। এ ধারণা ব্রিটেনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর মাস্ক সেটাকেই কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন। গত গ্রীষ্মে এক রুয়ান্ডান বংশোদ্ভূত ব্যক্তি তিনজন ব্রিটিশ কিশোরীকে হত্যার পর যুক্তরাজ্যে সহিংস অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভ ও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তবে আসল

উত্তেজনা তৈরি হয় মিথ্যা প্রচারের কারণে, যেখানে কট্টর ডানপন্থীরা, বিশেষ করে টমি রবিনসন, ভুল তথ্য ছড়িয়ে দাবি করেন, হত্যাকারী আল সাকাতি নামের ১৭ বছর বয়সী একজন আশ্রয়প্রার্থী। এ ছাড়া ব্রিটেনে এক দশক ধরে আলোচিত 'গ্রুমিং গ্যাং স্ক্যান্ডাল'কেও (এমন একটি প্রচারণা যেখানে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত পুরুষেরা শ্বেতাঙ্গ কিশোরীদের নিপীড়ন করেছে) মাস্ক ও কট্টর ডানপন্থীরা বর্ণবাদী ও অভিবাসনবিরোধী প্রচারণার জন্য ব্যবহার করছেন। ২০২২ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওল্ডহ্যামে তথাকথিত 'গোপন তথ্য লুকানোর' ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু মাস্ক সত্যকে উপেক্ষা করে 'গোপন তথ্য লুকানোর' ধারণা ছড়িয়ে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন।

সম্প্রতি মাস্ক দাবি করেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার (যিনি ২০০৮-২০১৩ সালে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, সংক্ষেপে 'সিপিএস' পরিচালনা করেছেন) 'দলবদ্ধ ধর্ষণের' বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেননি। টুইটে তিনি লেখেন, 'স্টারমার ব্রিটেনের ধর্ষণের ঘটনায় সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর বিচার হওয়া উচিত।'

মাস্ক যুক্তরাজ্যের উপমন্ত্রী জেস ফিলিপসকে 'ধর্ষণের সমর্থক' বলে উল্লেখ করেছেন এবং রাজা চার্লসকে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মাস্কের টুইট ও টমি রবিনসনের মতো ব্যক্তিদের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন হয়তো যুক্তরাজ্যে তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন আনবে না, তবে তিনি স্পষ্টভাবেই দেশটিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে কট্টর ডানপন্থার উত্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছেন।

মাস্ক তাঁর বিশ্বব্যাপী কট্টর ডানপন্থা উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জার্মানিতেও হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি দেশটির কট্টর ডানপন্থী দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) প্রকাশ্য সমর্থক হয়েছেন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি এএফডিকে জার্মানির 'শেষ আশার আলো' বলে উল্লেখ করেন। সে লেখায় তিনি বলেন, অভিবাসন সীমিত করার মাধ্যমে দলটি দেশকে নিরাপদ রাখতে ও জার্মান সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে।

জানুয়ারির শুরুতে মাস্ক এক্সে এক সরাসরি আলোচনায় এএফডির নেতা অ্যালিস ভিডেলের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, শুধু এএফডি-ই দেশকে অভিবাসনজনিত অপরাধ বৃদ্ধির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। ভিডেলও বিতর্কিত মন্তব্য করে বলেন, হিটলার আসলে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক ছিলেন।

জানুয়ারির শেষ দিকে মাস্ক ভিডিও লিংকের মাধ্যমে জার্মানির হাল্লেতে এএফডির এক সমাবেশে বক্তৃতা দেন। সেখানেও তিনি এএফডিকে জার্মানির ভবিষ্যতের 'সর্বশেষ আশা' বলে অভিহিত করেন।

এই প্রকাশ্য সমর্থন এবং ভিডেলকে প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার মাধ্যমে মাস্ক সম্ভবত এএফডিকে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ট্রাম্পের মতো জয়ী করতে সাহায্য করতে চাইছেন।

ট্রাম্প কট্টর ডানপন্থীদের উত্থানে ভূমিকা রাখছেন। তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, যেখানে মাস্কও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন।

এ ছাড়া মাস্ক প্রকাশ্যে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেয়ির প্রশংসা করেছেন। মিলেয়ির কঠোর অর্থনৈতিক নীতিগুলো তার 'ডজ' নীতির অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। মিলেয়ি ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন।

গত সেপ্টেম্বরে মাস্ক এল সালভাদরের বিতর্কিত নেতা নায়িব বুকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নায়িব বুকেল কঠোর অপরাধ দমন নীতি ও গণহারে লোকজনকে জেলে পাঠানোর জন্য বিশাল কারাগার বানানোর জন্য পরিচিত হয়ে উঠেছেন। এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে, ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের দণ্ডিত অপরাধীদের বুকেলের কারাগারে পাঠানোর কথা বিবেচনা করছে। বুকেলে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফি নিয়ে তাদের কয়েদিদের রাখার মাধ্যমে তিনি নিজের কারাগারব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চান।

মাস্কের ডানপন্থী প্রভাব এতটাই বেড়েছে যে তিনি কোনো মন্তব্য না করলেও কিছু দেশে তা প্রভাব ফেলছে। পোল্যান্ডে এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোটার মাস্ক-সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন।

এটি ঠিক, মাস্কের বৈশ্বিক ডানপন্থী বিপ্লবের প্রচেষ্টা এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। তাঁর কিছু পদক্ষেপ সফল হতে পারে। আবার কিছু ক্ষেত্রে তিনি হয়তো যে রকম প্রভাব চাচ্ছেন, তা না-ও হতে পারে। তবে এটি চিন্তার বিষয় যে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে মাস্ক অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

সোমদীপ সেন রস্কিল্ড ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অধ্যয়নের সহযোগী অধ্যাপক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

দারুল উলুম মদিনা নগর মাদ্রাসায় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের দক্ষিণ চৌহাটির দারুল উলুম মদিনা নগর মাদ্রাসা ও মদিনা মিশনে বার্ষিক ভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় বিশিষ্ট জন ও আলেম-ওলামাগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বলেন মিশনের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসার তালিম এবং তারবিয়াত এর প্রয়োজন। ইসলামিক শরীয়াতকে সামনে রেখে মুফতি লিয়াকাত সাহেব বলেন, যেখানেই যাব আমরা আমাদের ধর্মকে ভুলবো না। ধর্মকে সর্ব জায়গায় প্রাধান্য দিতে হবে। মুফতি সাহেব এই বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা রাখেন। মুফতি সিদ্দিকুল্লা সাহেব বলেন যে জায়গায় যেখানে যায় না কেন আমাদের ঈমানের পরিচয়, যে জায়গায় মাদ্রাসা আছে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা ঘিরে রাখে এবং সেখানে সাকিনা রহমত বর্ষিত হয়। মুফতি সাহেব আরো বলেন, মাদ্রাসার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের কাজ শুরু করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইসলামকে এবং সুন্নতকে সামনে রেখে দ্বিনি এবং দুনিয়াবী তালিম দুটো সঙ্গে দিয়ে মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আইনজীবী আনিসুর রহমান বলেন মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল ও মিশনের শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। যার মাধ্যমে দুনিয়ায় চলতে গেলে চাকরি ডাক্তার, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, হওয়ার সম্ভাবনা আছে, দিন ও দুনিয়ার দুটোই উপকৃত হইবে।ইহা ছাড়া অনেক আলেম এবং ওলামারা অনেকে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ছিলেন আনিসুর রহমান বিশিষ্ট আইনজীবী, আব্দুল্লাহ সরদার সাহেব, মুফতি সিদ্দিকুল্লা সাহেব মহা তামিম হিমচি মাদ্রাসা, হাজী ইউসুফ মোল্লা, ক্বারী আফজাল, মাওলানা মাসুদ, মুফতি এমদাদ সম্পাদক জমিয়েত উলামা হিন্দ, জাইদুল হক, সম্পাদক আপনজন পত্রিকা, মাওলানা আবুল কালাম প্রমুখ। চন্দনেশ্বর, সুভাষগ্রাম, বাদে হুগলি ,চাঁদপুর মগরাহাট বহু জায়গার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাটি পরিচালনা করেন মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সম্পাদক মাওলানা ইমাম হোসেন মোজাহেরী। সভার শেষে মিশনের তারানা পাঠ করেন আশরাফ হাবিব।

দ্বীনি শিক্ষার প্রচারসভা আরামবাগ মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: দ্বীনি শিক্ষার প্রচার-প্রসার কল্পে আরামবাগ মাদরাসা আমিনিয়া ইসলামিয়ার বাৎসরিক আজিমুশশান দস্তারবন্দী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব আশরফ আলি সাহেব (কার্যকারি সম্পাদক সেহারা বাজার দারুল উলুম বর্ধমান)।উক্ত জলসা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হযরত মাওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সাহেব (রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রী)। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ থেকে হজরত মুফতি সাইফুর রহমান কাসেমী সাহেব । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডঃ সাবা ইসমাইল নদবী সাহেব (ডাইরেক্টর জিব্রিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল) হাফেজ আব্দুর রহমান সাহেব (প্রধান শিক্ষক সুন্দরপুর মাদরাসা) মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব, মাওলানা আব্দুস সবুর সাহেব, মৌলানা লুকমান হাকিম সাহেব,অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি মাহবুবুর রহমান কাসেমী সাহেব।

গলিগ্রাম মাদ্রাসায় দস্তারবন্দী জলসা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া গলিগ্রাম মাদ্রাসায় ধর্মীয় জলসা অনুষ্ঠিত হলো শনিবার। যেখানে আশপাশের গ্রামের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম উপস্থিত ছিলেন। এশার নামাজের পর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী জনসমুদ্রে তুলে ধরেন জলসায় আগত মৌলানা মুফতি আজাদুর রহমান, মৌলানা ক্বারী সাহিদ আনোয়ার, মৌলানা মুফতি মীর অলিউল্লাহ সাহেবরা। এর পাশাপাশি ওই মঞ্চে মাদ্রাসার চারজন মুকাম্মেল হাফেজ ছাত্রকে পাগড়ি প্রদান করা হয়। জানা যায়, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের গলিগ্রামে অবস্থিত এই মাদ্রাসাটি দীর্ঘদিন ধরে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলাকায় গৌরব অর্জন করেছে। শুধু পুঁথিগত ধর্মীয় শিক্ষা নয়, এখান থেকে নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্র গঠনের জন্য নিত্যদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন মাদ্রাসার

শিক্ষক হাফেজ হায়দার আলী, মাওলানা কামরুল সাহেব, প্রধান মুদাররিস মহম্মদ ইউসুফ সাহেব, হাফেজ মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব ও হাফেজ তাজমুদ্দিন সাহেব।

পাশাপাশি, এই মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য সরকারি স্কুলে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

মাদ্রাসাটি পরিচালনা করেন গলিগ্রাম, মথুরাপুর ও সিংপুর—এই তিনটি গ্রামের মানুষ। তারাই সর্বদা আর্থিকভাবে সহায়তা করে মাদ্রাসার পাশে থাকেন এবং পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। জলসায় আগত হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ শ্রোতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনেন।

পুলিশ অফিসার খুনের মামলায় জামিন পেতেই পাহাড় নিয়ে হুংকার গুরুংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দার্জিলিং

আপনজন: পুলিশ অফিসার খুনের মামলায় জামিন পেতেই পাহাড়, ডুয়ার্স নিয়ে হুংকার দিলেন বিমল গুরুং। বলিদান দিবস উপলক্ষে শিবচুতে এসে পাহাড় ও ডুয়ার্সের কিছু অংশ নিয়ে বোরো ল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ধাঁচের স্বশাসিত সায়ত্তশাসনের দাবি জানালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিম বিমল গুরুং।

ফের পৃথক স্বশাসনের পক্ষে সওয়াল করলেন বিমল গুরুং।এর পাশাপাশি

তাদের জন্মসিদ্ধ দাবি "গোর্খাল্যান্ড " থেকে সম্পুর্ন সরে আসছেন না আবার স্পষ্ট করে সেকথাও জানান প্রকাশ্যে তিনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দার্জিলিঙে এক পুলিস অফিসার খুনের মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে জামিন পেয়েছেন বিমল গুরুং।

শনিবার ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অন্যতম কর্মসূচি বলিদান দিবস পালন উপলক্ষে বিমল গুরুং ডুয়ার্সের শিবচুতে আসেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি গোর্খাল্যান্ড দাবি নিয়ে আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে বিকি লামা, নেতা খাওয়াস,ও বিমলা রাই নামের তিন জনের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার তরফে শিপচুতে পালিত হয়ে আসছে বলিদান দিবস ।তৈরি হয়েছে শহীদ স্মারক। এদিনও তার পরিবর্তন হয় নি।

এদিন শ্রী গুরুং শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্প স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তারপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে জানান, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন উন্নয়নের প্রয়োজনে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনস্টেশন ধাঁচের স্বশাসিত সায়ত্তশাসনের বিশেষ দরকার বলে তারা মনে করছেন।

তিনি জানান ইতিমধ্যে তারা সরকার পক্ষের কাছে এ বিষয়ে দাবী জানিয়েছেন। বিমল আরো বলেন,তবে আমাদের জন্মসিদ্ধ দাবি গোর্খাল্যান্ড সেটা থেকে সরে আসছি না। এদিন এই উপলক্ষে সভায় লোক সমাগম ভালোই ছিল। ফের পাহাড়ে স্বশাসিত শাসনের দাবিতে সওয়াল করে গোর্খা ল্যান্ড ইস্যুকে জাগিয়ে তুললেন বিমল গুরুং। শান্ত পাহাড় আবার কি আন্দোলনে অশান্ত হয়ে উঠবে এই মন্তব্যের পর সেই প্রশ্নই ঘুরছে পাহাড় থেকে তরাই সর্বত্র।

মাধ্যমিক, তাই বিধায়ক মাইক খোলালেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন:আজ সোমবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে মাইক বাজিয়ে রক্তদান শিবির হাওড়ায়।

বিধায়কের নির্দেশে খোলা হল অনুষ্ঠানের মাইক। হাওড়ার নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়া বসুকাটি অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত ওই রক্তদান শিবিরে মাইক বাজানো হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ সেখানে গিয়ে ধমক দিয়ে মাইক খুলতে বলেন। বিধায়কের দাবি হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকারের নিয়ম মেনেই কাজ করেছি।

বিশেষ স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সম্পন্ন হল পাঁচদিনের বিশেষ স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শিবির। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বংশীহারী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সভাকক্ষে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিএমসিএইচও ওমকারনাথ মন্ডল,

ডেপুটি সিএমওএইচ (৩) দিলীপ কুমার বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার ড. শর্মিষ্ঠা কর, বংশীহারী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড.পুলকেশ সাহা সহ আরো অনেকে।

জানা গিয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শারীরিক মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ রাখতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বংশীহারী ও গঙ্গারামপুর ব্লকের ২৭ টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে প্রশিক্ষণ নেয়া প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে বিশেষ শংসাপত্র তুলে দেয়া হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বয়স উপযোগী তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করতে এবং তাঁদের জীবনে নানা সমস্যার মোকাবিলা কিভাবে করা যায় সে বিষয়েই এই পাঁচ দিন ধরে প্রজেক্টরের মাধ্যমে

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন প্রশিক্ষকেরা। স্বয়ং দক্ষিণ দিনাজপুর স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিএমসিএইচও ড. ওমকার নাথ মন্ডল মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উপরে বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চতুর্থ তথা শেষ আরেকটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শিবির কিছুদিন পরে শুরু হবে। সেই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট ফরমেটে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে শীঘ্রই এই বিষয়ে নির্দেশিকা পাঠানো হবে বিদ্যালয় গুলিতে।

প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একটি করে এবং মাসে চারটি ক্লাস প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকা নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিতে হবে বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে।

বয়ঃসন্ধিকালের পড়ুয়াদের নানা সমস্যার বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং তার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে।

প্রয়োজনে এ বিষয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে পিয়ার গ্রুপ তৈরির পরামর্শ দেয়া হয়েছে প্রশিক্ষকদের তরফে।

এ বিষয়ে বংশীহারী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. পুলকেশ সাহা জানান, 'আশা করছি এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উক্ত বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরবেন।' এবিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি সিএমওএইচ ড. দিলীপ কুমার বিশ্বাস জানান, 'ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষিত এবং সু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বহরমপুরে তিন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশ

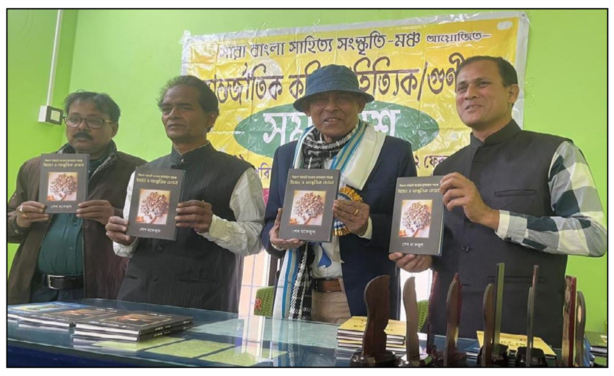

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: রবিবার বহরমপুর কস্তুরী অ্যাপার্টমেন্ট এ বেলা ১ টার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল চাতক প্রকাশন এর ৪ টি গ্রন্থ । খালিদা খাতুনের সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । গ্রন্থ গুলি হল- বিশিষ্ট গল্পকার সাহিত্যিক সহিদুল ইসলাম এর গল্প সংকলন "রোদ রঙের মানুষ"। চাতক পত্রিকার সম্পাদক শেখ মফেজুল এর প্রবন্ধ সংকলন "বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলার মুসলমান সমাজ উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক চেতনা" । মালদহর বিশিষ্ট চিকিৎসক হাজেরুল ইবকার এর কাব্য সংকলন "একটি ছাতার খোঁজে" । এ সময়ের তরুণ কবি খালিদা খাতুন এর কাব্য সংকলন "শেষ পাতার গল্প"। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ, কবি ও প্রধান শিক্ষক লক্ষণ কুমার দাস, চাতক প্রকাশন এর কর্ণধার শেখ মফেজুল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক কুনাল কান্তি দে, সাহিত্যিক সহিদুল ইসলাম, শিক্ষাব্রতী হাসিবুর মল্লিক । কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক কবি রাজন গঙ্গোপাধ্যায়, যুথিকা ত্রিবেদী, গোপাল বাইন, আবু তুরাব আলী মোল্লা, নজরুল ইসলাম প্রমুখ । সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুমিতা ঘোষ। উপস্থিত সকলের হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন খাজিম আহমেদ । সারা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি মঞ্চ আয়োজিত ও চাতক ফাউন্ডেশন পরিচালিত এই অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে সঞ্চালনা করেন চাতক সম্পাদক । এছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি সুপ্রীতি বিশ্বাস, উমা সেন রায় ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বেঙ্গল পাক্ষিক পত্রিকার জেলা সম্মেলন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বেঙ্গল পাক্ষিক পত্রিকা সমিতির ২৭তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান শহরের লাইন্স ক্লাবের অডিটোরিয়ামে। প্রবীণ সাংবাদিক বৈদ্যনাথ কোনান মহাশয়ের উদ্যোগে গঠিত এই সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যজুড়ে সাংবাদিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় কাজ করে আসছে। এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বি. ডি-এর চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সত্যনারায়ণ মাঝিলা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ মল্লিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সমিতির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সম্মেলনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দেগঙ্গায় রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোহাই কুমারপুর বাজার সমিতি এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরে ২০ জন মহিলা সহ মোট ৭৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এবার ছিল এই রক্তদান শিবিরের দ্বিতীয় বর্ষ।বসিরহাট ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করে।এদিনই এই বাজার সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,জেলা পরিষদ সদস্য ঊষা দাস, স্থানীয় প্রধান ইত্তেসাম খাতুন, শরিফুল ইসলাম,হাজী আতিয়ার রহমান,হাজী সালাম,আবেদ আলী, মোকারিম বৈদ্য,সুনীল ঘোষ, নাতেকা নাসরিন, কুতুবউদ্দিন সহ আরও অনেকে।

শান্তিনিকেতন মেডিকেলে সুস্থ হলেন রোগী

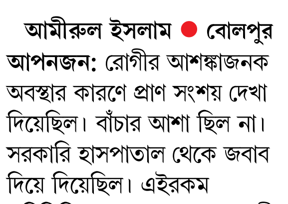

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রোগীর আশঙ্কাজনক অবস্থার কারণে প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না। সরকারি হাসপাতাল থেকে জবাব দিয়ে দিয়েছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে গত ২৬শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন বোলপুরের মুলুকের বাসিন্দা, বছর ৪০ এর শেখ জিল্লু রহমান।ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর মেটাবলিক এনসেফালোপ্যাথি, হাইপারক্যাপনিক রেসপিরেটরি ফেলিওর, টিবিএম, ডিস ইলেক্ট্রো লাইটেমিয়া সহ আরো বেশকিছু রোগ ধরা পড়ে।

সেইমতো জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোতে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, অভিজ্ঞ ডাক্তার বাবু, নার্স সহ-স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেন তিনি। অবশেষে আজ প্রায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন জিল্লু বাবু।

জল এটিএম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের

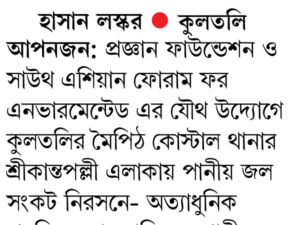

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন ও সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভারমেন্টেড এর যৌথ উদ্যোগে কুলতলির মৈপিঠ কোস্টাল থানার শ্রীকান্তপল্লী এলাকায় পানীয় জল সংকট নিরসনে- অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পরিস্রুত পানীয় জলের ওয়াটার এটিএম এর শুভ উদ্বোধন করলেন। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে।

ভারতবর্ষের একাধিক নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপক- অধ্যাপিকারা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর দীপায়ন দে

প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্ণধার ডক্টর মালঞ্চ দে ,কুসুম অরুণাচলম মহারাষ্ট্রের দুন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা, সঞ্জয় বসন্ত দেশমুখ-মুম্বাই ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, পুনর্বাসু চৌধুরী কলকাতা ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক , এছাড়া প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মী। মৈপিঠ বৈকণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ এলাকার একাধিক জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা ও প্রশাসনিক আধিকারিক।

জগাছায় শিফা গ্রুপের রক্তদান শিবির

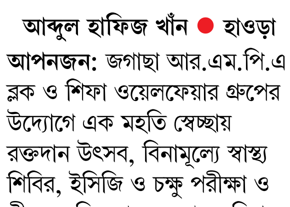

আব্দুল হাফিজ খাঁন ● হাওড়া

আপনজন: জগাছা আর.এম.পি.এ ব্লক ও শিফা ওয়েলফেয়ার গ্রুপের উদ্যোগে এক মহতি স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, ইসিজি ও চক্ষু পরীক্ষা ও শীতবস্ত্র বিতরণ হয়ে গেল রবিবার। সাঁতরাগাছির ২ নম্বর মৌখালী সুলতানপুরে। সকাল ৯ টা হতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত চলে এই শিবির। এদিনের রক্তদান উৎসবে ৯০ জন রক্ত দান করেন, বিনামূল্যে ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ১৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

এদিন রক্ত সংগ্রহ করে কলকাতা হেলথ পয়েন্ট ব্লাড সেন্টার। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বি.পি পোদ্দার হসপিটাল এর চিকিৎসকগণ। চক্ষু পরীক্ষা করেন হাওড়ার বাঁধা ঘাটের গোপাল ভবনের চিকিৎসকগণ।

উপস্থিত ছিলেন সাঁতরাগাছি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শেখ জামাল হোসেন, ডোমজুড় জগাছা আর. এম. পি. এ ব্লকের সম্পাদক আসরাফুল ইসলাম সেখ,সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মোল্লা, মতিয়া রহমান শেখ, মতিয়ার রহমান লস্কর, চন্দন রানা, শেখ সেলিমুল্লাহ, রতন আদিত্য, ভি.কে সিং, আলিমুদ্দিন লস্কর প্রমুখ।

হাই মাস্ট লাইট উদ্বোধনে খুশি এলাকাবাসী

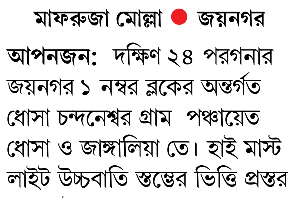

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ধোসা ও জাঙ্গালিয়া তে। হাই মাস্ট লাইট উচ্চবাতি স্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করলেন। জেলা পরিষদের সদস্য তপন কুমার মন্ডল। জেলা পরিষদের সদস্য তপন কুমার মন্ডল জানান এছাড়া খাকুড়দহ জিপির একটি মসজিদে,নারায়নীতলার বেজড়া প্রাইমারী স্কুল মাঠ,বাংলা মোড়ে তবলীগুল মাদ্রাসা,হরিনারায়নপুর জিপির লক্ষ্মীনারায়নপুর মিলন সংঘের মাঠ এলাকাতে চারটি বসানো হবে। এছাড়া পাশাপাশি বলেন রাস্তা ও বাজার ও জনসংযোগ স্থানে আরো লাইট লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে জেলা পরিষদের উদ্যোগে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের শ্রীকৃষ্ণনগর রথতলায়

এলাকাতে প্রথম স্তম্ভ বসানো হয়েছে ও অপরটি ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোসাতে। হাই মার্স লাইট ১টি মূল্য ২ লাখ টাকা। ইতিমধ্যে টোটাল ২ টি হাই মার্স লাইট কাজ শুরু হয়েছে।

সোসাইটির বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হল

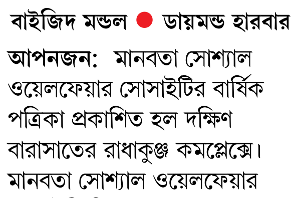

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হল দক্ষিণ বারাসাতের রাধাকুঞ্জ কমপ্লেক্সে। মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বিগত চার বছর ধরে নানান ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করে আসে এবং গত বছর থেকেই সেবা কাজের সাথে সাথে সাহিত্যচর্চারও প্রয়াস করে আসছে। ইন্টারনেটের যুগে যেভাবে মানুষ বই ছেড়ে ফোন , কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে পড়েছে তা রোধ করতেই তাদের এই প্রয়াস।

পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্রীকান্ত বধুক এক টাকা পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা, দক্ষিণ বারাসাত শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবদ্বীপ ভট্টাচার্য, মথুরাপুর গ্রামীণ হসপিটালের সিএমওএইচ বেনীমাধব মাঝি সহ বিভিন্ন সমাজকর্মীরা। এই বিষয়ে মানবতার সাথে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ-সভাপতি পল্লব হালদার বলেন আজ মানুষ এতটাই মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে যে তারা আর বই পড়েন না।

জয়দেব বেরা'র বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় '৯ নং সাহিত্য পাড়া লেন' প্রকাশনীর স্টলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তরুণ কবি ও বই লেখক জয়দেব বেরা'র লেখা একটি ভূতের গল্পের বই "ভয়ানক সেই রাত"।

রক্তদান শিবির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: রবিবার বীরভূম জেলার ধান্যসরা গ্রামের দুর্গাপুর সিধু কানু লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবিরে মোট ২৫জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এই রক্তদান শিবিরে এলাকার মানুষজন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভূমিকম্পের পর মাঠ কাঁপালেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: সন্ধ্যা ৬.২৩। উত্তর হন্ডুরাসে আঘাত হানল ভূমিকম্প। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস বলছে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৬, যা ওই অঞ্চলে সর্বশেষ ৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমিকম্পের পর সুনামির আশঙ্কাও করেছিল মার্কিন সুনামি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, যা পরে তারা বাতিল করে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হন্ডুরাসেই প্রাক্-মৌসুম ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। গিয়েছেন কী! খেলেছেন, নিজে গোল করেছেন এবং সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন। ভূমিকম্পের দুই ঘণ্টা পর সুনামির আশঙ্কা করেছিল মার্কিন সংস্থাটি। ইন্টার মায়ামির ম্যাচও ছিল কাছাকাছি সময়ে, রাত ৮ টার দিকে। তবে ম্যাচ বাতিলের কোনো পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়নি। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের চেলাটো ইউক্লেস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছে। সেখানে নাকি ভূমিকম্পের কোনো প্রভাব ছিল না। ইন্টার মায়ামির সাংবাদিক ফ্রাঙ্কো পানিজো এক ক্লাব কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছেন, 'স্টেডিয়ামের আশপাশে কোনো কিছুই অনুভব হয়নি।' কম্পন অনুভব করতে না পারলেও হন্ডুরাসের ক্লাব অলিম্পিয়াকে মেসি-সুয়ারেজের মায়ামির চাপে পড়তে হয়েছে। দলটি মায়ামির কাছে হেরে গেছে ৫-০ গোলে। মেসি-সুয়ারেজ দুজনই একটি করে গোল করেছেন। মেসি গোলে সহায়তা করেছেন আরও দুটি। ২৭ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল আসে মেসির কাছ থেকে। আর্জেন্টিনার মার্সেলো ভাইগান্টের বাড়ানো বল ডি বক্সে পেয়ে যান সুয়ারেজ। নিজে শট না নিয়ে অরক্ষিত মেসিকে দিয়ে দেন সুয়ারেজ। বাকি কাজটা মেসি সহজেই করেছেন।

৪৪ মিনিটে ফেদেরিকো রেদোনদো ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে নোয়াহ অ্যালেনকে দিয়ে গোল করার মেসি। সুয়ারেজ ব্যবধান ৪-০ করে ফেলেন ম্যাচের ৫৮ মিনিটে। শেষ গোলটি করেন রায়ান সেইলর, ৭৯ মিনিটে।

এই ম্যাচ দিয়ে মায়ামি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করল। ২২ ফেব্রুয়ারি মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগে অবশ্য আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলবে তারা। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে মেসিরা খেলবেন ওরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে। ৪ দিন পর কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং কানসাস সিটি।

সেঞ্চুরি ও ছক্কায়-ছক্কায় জবাব দিলেন রোহিত শর্মা

আপনজন ডেস্ক: 'শহীদ আফ্রিদি কিন্তু অবসর ভেঙে ফিরে আসতে পারে'—ধারাভাষ্যে কথাটা মজা করেই বললেন সুনীল গাভাস্কার। কটকে আজে ভারত-ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় ওয়ানডে চলার সময় গাভাস্কার এই মজা করতে পারলেন রোহিত শর্মার সৌজন্যে। ভারত অধিনায়ক যে ওয়ানডেতে ছক্কার রেকর্ডে আফ্রিদির ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছেন। রোহিত ম্যাচটি শুরু করেছিলেন ৩৩১ ছক্কা নিয়ে। ওয়ানডে ছক্কায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইলের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয়স্থানে ছিলেন এই সংস্করণে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডের মালিক রোহিত। ৩০৬ রানের লক্ষ্য ছুঁতে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই গেইলকে রেকর্ডে তৃতীয় বানিয়ে দুইয়ে উঠে যান ভারত ওপেনার। ইংল্যান্ড পেসার গাস অ্যাটকিনসনকে ফ্লিক করে মিডউইকেট দিয়ে ছক্কা মেরেই রোহিত পেয়ে যান ৩৩২তম ছক্কা। পরে আরও ৬টি ছক্কা মেরেছেন রোহিত। ম্যাচ শেষে রোহিতের ওয়ানডে ছক্কা ৩৩৮টি। শহীদ আফ্রিদির সঙ্গে ব্যবধানটা এখন ১৩। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেই না রোহিত কেড়ে নেন রেকর্ড, আফ্রিদির অবসর ভাঙার চিন্তা তো করতেই পারেন! ছক্কার রেকর্ডে দ্বিতীয় স্থানে ওঠার দিনে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৩২তম সেঞ্চুরিও পেয়ে গেছেন রোহিত। অথচ এই ম্যাচে ভারত একাদশ ঘোষণার পর কী সমালোচনাই না হলো রোহিতের। বিরাট কোহলি একাদশে ফেরায় টপ অর্ডারের একজনকে বাদ দিতেই হতো। সেই কোপটা পড়ল যশস্বী জয়সোয়ালের ওপর। 'নিজের ব্যাটে তো রান নেই, নিজেকে বাদ না দিয়ে জয়সোয়ালকে বাদ দেওয়া কেন'—সমালোচকদের যুক্তি ছিল এটাই। ভারতের হয়ে এর আগে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে যাঁর সর্বোচ্চ ১৮ রান, তাঁর জবাব দেওয়ার উপায় ছিল ব্যাট হাতে ভালো কিছু করেই। নিজের প্রিয় সংস্করণে ফিরে দ্বিতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরি করে জবাবটা দিয়ে দিলেন রোহিত। ৩০ বলে ফিফটি করা রোহিত ফিরেছেন ৯০ বলে ১১৯ রান করে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ২ রান করলেও এই সংস্করণে রোহিতের সাম্প্রতিক ফর্ম মোটেও বাজে ছিল না। এর আগে খেলা সাত ম্যাচেই কমপক্ষে ৩৫ রান করেছেন, করেছেন তিনটি ফিফটিও।

তবে গত অক্টোবরে নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ফিফটি করার পর পাঁচটি টেস্ট ও একটি ওয়ানডেতে ১০ ইনিংসে রোহিত করেছিলেন মোটে ৭০ রান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের সিরিজের ধবলধোলাই ও অস্ট্রেলিয়া সফরে সিরিজও হারে ভারত। যেহেতু অধিনায়ক, অফ ফর্মের সঙ্গে দলের বাজে ফলও চাপে ফেলে দেয় রোহিতকে। তাঁর শেষও দেখে ফেলছিলেন অনেকে।

আজ দারুণ এক সেঞ্চুরি করেই রোহিত জানিয়ে দিলেন তাঁকে নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি।

আইএসএল-এ ঘরের মাঠে চেন্নাইয়িন এফসি-র কাছে ৩-০ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইএসএল-এ সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জনের আশা কার্যত ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে থাকার আশায় ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু সুপার সিক্সের লড়াইয়ে থাকতে হলে দলকে তো জিততে হবে। বর্তমান ইস্টবেঙ্গল দল ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিততে পারে না। শনিবার ঘরের মাঠে চেন্নাইয়িন এফসি-র কাছে যেভাবে আত্মসমর্পণ করলেন সল ক্রেসপো, নাওরেম মহেশ সিংরা, তারপর আর সুপার সিক্সের আশা করা চলে না। এই ম্যাচের পর সরকারিভাবে বলে দেওয়া যায়, সুপার সিক্সের লড়াই থেকে ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। বাকি ম্যাচগুলি শুধু নিয়মরক্ষার জন্য খেলতে হবে। লিগ টেবলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও হায়দরাবাদ এফসি-র উপরে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। এদিন প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন করেন অস্কার। চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর দলে ফেরেন ক্রেসপো ও মহম্মদ রাকিপ। হেক্টর ইয়ুস্তেও প্রথম একাদশে ছিলেন। ম্যাচের শুরু থেকেই লাল-হলুদ রক্ষণ চাপে ছিল। ১৩ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন নিশু। তিনি বল ছেড়ে দিলে লালচুংনুঙ্গা সহজেই বিপদমুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু নিজে বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে জালে জড়িয়ে দেন লাল-হলুদের লেফট ব্যাক। ২১ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রেও দায় এড়াতে পারবেন না নিশু। তিনি নিজের জায়গায় ছিলেন না। সহজেই গোল করে যান উইলমার জর্ডন গিল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে তৃতীয় গোল করেন ড্যানিয়েল চিমা চুকু। ম্যাচের শেষদিকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন লালচুংনুঙ্গা। ফলে শেষ কয়েক মিনিট ১০ জনে খেলে ইস্টবেঙ্গল।

চলতি মরসুমে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের চোটে জেরবার ইস্টবেঙ্গল। দলের দুই স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভা ও দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকস প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স দেখাতে পারছেন না। রক্ষণ, মাঝমাঠেও ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। এই কারণেই সাফল্য পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। আগামী মরসুমে সাফল্য পেতে হলে এখন থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রঘুনাথগঞ্জ

আপনজন: ইছাখালি আল ইখলাস অ্যাকাডেমির 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫' খুব সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হলো। ১০০ মিটার রান, বেলুন ব্লাস্ট, বিশাক্ত বল, আউট ইন, মোরগ লড়াই, গোল, কমলালেবু দৌড়,বল দৌড়, অঙ্ক দৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজো সহ ২০ টা ইভেন্ট হল।সকাল ৯:৫০ এ প্রার্থনা দিয়ে শুরু হয়। এর পরে পতাকা উত্তোলন হয়ে একে একে সমস্ত খেলা হয়। বৈকাল ৩:৩০ এ সমস্ত খেলা শেষ হয়।সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা দের আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রোগ্রাম কে সুন্দর ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রধান শিক্ষক মো: নিজামুদ্দিন সবাইকে ধন্যবাদ দেন। এছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো: কুতুবউদ্দিন আব্দুল্লাহ, মাইনুল সেখ, মো: মিনহাজুদ্দিন আব্দুল্লাহ, নেহাল হাসান, হাসান সেখ সহ ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ট্রেডি বিয়ার এবং ড্রোন ক্যামেরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মো: মোত্তালিব সাহেব,ডা:মাসুদ হাসান,ব্লক নাজিম, রঘুনাথগঞ্জ ব্লক, জামায়াতে ইসলামি হিন্দ,মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব, প্রাক্তন সহ শিক্ষক পন্ডিতপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, মোসাররাফ হোসেন সাহেব,শিক্ষক, আই.সি.আর হাই মাদ্রাসা প্রমুখ।

১৪ বছর পর শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ জয় করল অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: নাথান লায়নের ডেলিভারিটায় টার্নের সঙ্গে বেশ বাউন্সও ছিল। ৫০ রানে ব্যাটিং করা কুশল মেন্ডিস ঠিকঠাক সামলাতে পারলেন না। বাউন্সে তাল মেলাতে না পারায় টপ এজ হয়ে বল চলে গেল শর্ট ফাইন লেগে দাঁড়ানো স্টিভ স্মিথের হাতে।টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার খুব বেশি সময় লাগবে না, সেটি নিশ্চিত হয়ে যায় এই আউটেই। নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে কুশলের আউটের পর শ্রীলঙ্কা আর যোগ করতে পেরেছে মাত্র ১৪ রান। তাতে গলে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়ায় ৭৫ রানের। যা অস্ট্রেলিয়া তাড়া করেছে ৯ উইকেট হাতে রেখে। বড় এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজও নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। সর্বশেষ ১৪ বছরে এশিয়ায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সিরিজ জয় এটি। অন্যটি ২০২২ সালে, পাকিস্তানে। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজটি বাদ দিলে এশিয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ সিরিজ জয়টিও এসেছিল এই শ্রীলঙ্কার মাটিতে, ২০১১ সালে। এরপর শ্রীলঙ্কার মাটিতে দুই দফায় টেস্ট খেলতে এলেও সিরিজ জিততে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ২০১৬ সালে সিরিজ হারের পর ২০২২ সালে করেছিল ড্র।৮ উইকেটে ২১১ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। লিড ছিল মাত্র ৫৪ রানের। মানে তৃতীয় দিন শেষেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার শেষ ভরসা হয়ে টিকে ছিলেন কুশল। প্রথম ইনিংসে ৮৫ রানে অপরাজিত থাকা এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান দিন শেষে অপরাজিত ছিলেন ৪৮ রানে। আজ তিনি যোগ করতে পেরেছেন মাত্র ২ রান। সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা শেষ দুই উইকেট নিয়ে ব্যাটিং করতে পেরেছে আধা ঘণ্টা। শ্রীলঙ্কার এই দুর্দশার মূলে অস্ট্রেলিয়ার দুই স্পিনার নাথান লায়ন ও ম্যাথু কুনেম্যানের ঘূর্ণি। এই দুই স্পিনার দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭টি করে উইকেট নিয়েছেন। দুজনে মিলে দুই টেস্টে নিয়েছেন ৩০ উইকেট। কুনেম্যানের ১৬টির সঙ্গে লায়ন নিয়েছেন ১৪টি। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলা সাবেক অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে শেষ ইনিংসে করেছেন ১৪ রান। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর নেতৃত্বেই মাঠে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। এমনকি শেষ দিকে বলও করেছেন এই ওপেনার। তাঁর বলে মারনাস লাবুশেনের সিঙ্গেলেই নিশ্চিত হয় অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ ও সিরিজ জয়।এর আগে দিনের খেলার গতিপথ নির্ধারণ করে দেওয়া কুশলের আউটে নতুন এক কীর্তি গড়েন স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ফিল্ডার হিসেবে (উইকেটকিপার বাদে) টেস্টে ২০০ ক্যাচ ধরার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। কিপিং পজিশনের বাইরে টেস্টে স্মিথের চেয়ে বেশি ক্যাচ আছে মাত্র ৩ জনের। এদের মধ্যে এখনো খেলছেন শুধু জো রুট, ২০৭টি। সমান ৩৬টি টেস্ট সেঞ্চুরির দুই মালিক রুট ও স্মিথের মধ্যে লড়াইটা এখন ফিল্ডিংয়ে গড়াল। আরেকজন শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনে (২০৫)। টেস্টে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরেছেন ভারতের রাহুল দ্রাবিড়, ২১০টি। স্মিথ-রুট যে সেটা ছাড়িয়ে যাবেন তা নিশ্চিত। সেঞ্চুরির তালিকাতেও তাদের সঙ্গে আছেন দ্রাবিড়। কাকতালীয়ভাবে স্মিথ, রুট ও দ্রাবিড়—এই ৩ জনের টেস্ট সেঞ্চুরিই ৩৬টি করে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা: ২৫৭ ও ২৩১ (ম্যাথুস ৭৬, মেন্ডিস ৫০; কুনেম্যান ৪/৬৩, লায়ন ৪/৮৪)

অস্ট্রেলিয়া: ৪১৪ ও ৭৫/১(খাজা ২৭, লাবুশেন ২৬; জয়াসুরিয়া ১/২০)

ফল: অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেট জয়ী

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: অ্যালেক্স ক্যারি

সিরিজসেরা: স্টিভ স্মিথ

সিরিজ: অস্ট্রেলিয়া ২-০ ব্যবধানে জয়ী

সেই ফিরমিনোই এখন আল আহলির লিগ দলে নেই

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল তাঁকে বিক্রি করেনি। নিজের মতো করে পথ খুঁজে নিতেও বলেনি। তবু ২০২৩ সালের জুনে নিজেই অ্যানফিল্ড ছেড়ে দিয়েছিলেন রবার্তো ফিরমিনো। যোগ দিয়েছিলেন সৌদি প্রো লিগের দল আল আহলিতে। পেয়েছিলেন অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনী।

দেড় বছর পর সেই আহলিতেই ফিরমিনো ব্রাত্য। ২০২৪-২৫ মৌসুমের বাকি অংশের জন্য ফিরমিনোকে স্কোয়াডে রাখেনি আল আহলি। শীতকালীন দলবদল মৌসুমের শেষ দিনে পোর্তো থেকে গালেয়ানোকে নিয়ে এসেছে আহলি। তাঁকে জায়গা করে দিতে ফিরমিনোর নাম প্রো লিগ থেকে বাদ দিয়েছে ক্লাবটি।

৩৩ বছর বয়সী ফিরমিনো আহলির জার্সিতে প্রথম ম্যাচেই করেছিলেন হ্যাটট্রিক। কিন্তু শুরুর সেই ফর্ম ধরে রাখতে পারেননি। ২০২৩-২৪ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ৩৪ ম্যাচে করেন ৯ গোল। সব কটি গোলই প্রো লিগে। এবার লিগে ১৭ ম্যাচ খেলে করেছেন ৫ গোল, সব মিলিয়ে ৯টি। চলতি মৌসুমে লিগ পয়েন্ট তালিকায় আল আহলি এখন পাঁচে। শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদের সঙ্গে ব্যবধান ১১ পয়েন্টের।

ফিরমিনোর ওপর আস্থা রাখতে না পেরে আল আহলি কোচ ম্যাথিয়াস জেইসলে এবারের দলবদলে গালেয়ানোকে দলে ভিড়িয়েছেন। ২৭ বছর বয়সী এই উইঙ্গারও ফিরমিনোর মতো ব্রাজিলিয়ান। সৌদি প্রো লিগের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ক্লাব স্কোয়াডে সর্বোচ্চ ১০ জন বিদেশি রাখতে পারে। আগে থেকেই আল আহলিতে ১০ জন থাকায় গালেয়ানোর জন্য একজনকে বাদ দিতে হতো। সেটিই হয়েছে ফিরমিনোর বেলায়। এই মুহূর্তে গালেয়ানো ছাড়াও আল আহলির প্রো লিগ স্কোয়াডে আছেন রিয়াদ মাহরেজ, ইভান টনি, ফ্রাঙ্ক কিসি, এদুয়ার্দো মেন্দি, রজার ইবানেজ, মেরিহ দেমিরাল, মাতেও ড্যামস, এজগিয়ান অ্যালিওস্কি ও গ্যাব্রি ভেইগা—এই ১০ বিদেশি।

ডেইলি মেইলসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সৌদি প্রো লিগের স্কোয়াডে না থাকলেও এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের দলে আছেন ফিরমিনো। চলতি মৌসুমের বাকি অংশে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবেন তিনি। এরই মধ্যে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে গ্রুপ 'বি'তে প্রথম সাত ম্যাচের ছয়টিতে জিতে নকআউটে খেলা নিশ্চিত করেছে আল আহলি।

তবে ফিরমিনোর জন্য দেখার বিষয় হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস লিগেও কোচ তাঁর ওপর আস্থা রাখেন কি না। আল আহলির সঙ্গে এই ব্রাজিলিয়ানের চুক্তি আছে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত।

মেয়েদের আত্মরক্ষায় ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এহসানুল হক ● দেগঙ্গা

আপনজন: একাকী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে মন চায় অনেক মহিলারই। কিন্তু নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা, নিরাপত্তা, রাস্তাঘাটে বিপদ হলে একা সামলানোর মতো ক্ষমতা তাঁদের আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়ে ধন্দে থাকেন অনেকেই। সেই আশঙ্কাকে মুছে ফেলে মহিলা সহ ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত কার্তিকপুর এলাকায় কেরাটে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন হলো পরিচালনায় অনাথ বন্ধু সমিতি নাম দেওয়া হয়েছে বেঙ্গল টাইগার সেশিঙ্কাই মার্শালার্ট একাডেমি।কী হবে ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে? আয়োজকেরা জানাচ্ছেন, চলার পথে একা মেয়েদের জন্য কী রকম বিপদ আসতে পারে, কী ভাবে তাকে প্রতিহত করা যায়– এ সবেরই তালিম দেওয়া হবে অংশগ্রহণকারী মহিলা সহ ছেলেদের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তারা অংশ নিতে পারবে। এদিন বিভিন্ন বাচ্চা থেকে বড়রা ক্যারাটে যে কৌশল নিয়ে বিভিন্ন রকমের অনুশীলন করেন তারা। এদিন ব্ল্যাক বেল্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অতিথি মুরাদ কোবির বলেন,আত্মরক্ষার কলা-কৌশল শিখানোর পাশাপাশি শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্যশীলতা ইত্যাদির শিক্ষা দিয়ে একজন মানুষকে সব দিক থেকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে কারাতে। এজন্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা মনোযোগী হবার পাশাপাশি কারাতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে লম্বা হচ্ছে চোটের মিছিল

আপনজন ডেস্ক: পোশাকি নাম ত্রিদেশীয় সিরিজ। তবে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গতকাল শুরু হওয়া সিরিজটি আসলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতির। এই 'প্রস্তুতি সিরিজের' প্রথম ম্যাচে চোট পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র ও পাকিস্তানের হারিস রউফ।

রাচিন ফিল্ডিংয়ের সময় কপালে বলের আঘাত পেয়েছেন। আর রউফ ইনিংসের মাঝপথে সাইড স্ট্রেইনের কারণে মাঠ ছেড়ে গেছেন। দুজনই আপাতত পর্যবেক্ষণে। ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে এমন চোটের ধাক্কা কিন্তু আরও কয়েকটি দলে আছে। কয়েকজন তো এরই মধ্যে ছিটকেই গেছেন।

আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির স্কোয়াড ঘোষণার পর প্রথম ছিটকে যান আনরিখ নর্কিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসার পিঠের চোটের কারণে ১৫ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়েন। এর আগে ২০১৯ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়ও চোটের কারণে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ছিটকে গিয়েছিলেন নর্কিয়া।

চোট ছিটকে দিয়েছে পাকিস্তানের সাইম আইয়ুবকেও। পাকিস্তানের বাঁহাতি এই ওপেনার ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়েছিলেন। তাঁকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে সুস্থ করতে দ্রুত লন্ডনে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সাইমকে খেলানোর আশা ছাড়তে হয়েছে পাকিস্তানকে।

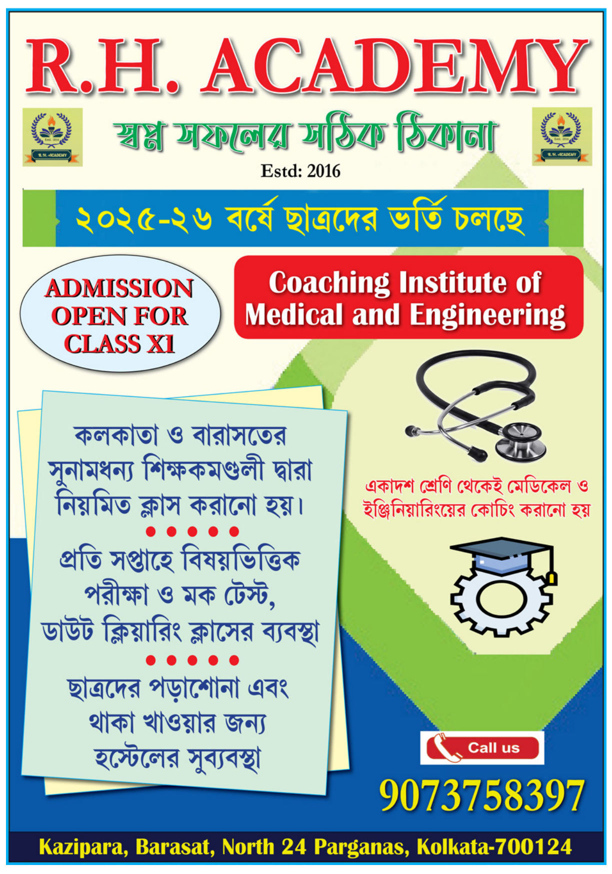

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**